জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobanglaDigital /jago_bangla www.jagobangla.in

৩ ভ্রূণের মৃত্যু

বারবার পালিয়ে যাওয়া বক্সার বাঘিনিকে ধরতে বনদফতরের অবিবেচকের মতো কাজ। অতিরিক্ত ঘুমপাড়ানি গুলির প্রভাবে মৃত্যু ডুয়ার্স রানির তিনটি ভ্রূণের। কেন বাঘিনির শারীরিক পরীক্ষা হয়নি উঠেছে প্রশ্ন



কমবে তাপমাত্রা

আপাতত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আগামী দু'দিনে আরও ২-৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমবে। পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা অনেকটা নেমেছে। তবে উত্তরের জেলাতে এখনই খুব একটা পরিবর্তন হবে না

কেজরি ও তাঁর মেয়েকে খুনের হুমকি লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের



প্রকল্প সময়ে শেষ না হলে বলির পাঁঠা হবেন কর্মীরা



বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৫৯ • ১৩ নভেম্বর, ২০২৬ • ২৬ কার্তিক ১৪৩৩ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 159 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 13 NOVEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীর আলোকসজ্জায় গুজরাতের সংস্থা!

ভূমিপুত্র শিল্পীদের ভাতে মারার ছক বিজেপির

প্রতিবেদন : দুনিয়া জুড়ে যাঁদের আলোর জাদুর খ্যাতি, যাঁদের হাতের ছোঁয়ায় মায়াবি হয়ে ওঠে দেশ-বিদেশের উৎসব, আজ নিজেদের ঘরের পুজোতেই ব্রাত্য সেই চন্দননগরের বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি আলোকশিল্পীরা! ইডেনে মহালয়ার অনুষ্ঠান ও দুর্গাপুজোর সময় কলকাতার রেড রোড সাজানোর বরাত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল আগেই, আর এবার চরম অপমানের নজির গড়ে খোদ চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় স্ট্র্যান্ডের দু'পাশ সাজানো এবং আলোকসজ্জার বরাতও ছিনিয়ে নেওয়া হল ভূমিপুত্র আলোকশিল্পীদের হাত থেকে! আশ্চর্যজনকভাবে, এই দুটি মেগা বরাতই তুলে দেওয়া হয়েছে সুদূর গুজরাতের সংস্থার হাতে! বর্তমান বিজেপি সরকারের এই সিদ্ধান্তে এখন শিল্পাঞ্চল থেকে শুরু করে গোটা রাজ্যে একটাই প্রশ্ন— বাংলায় ক্ষমতায় বসে কি এবার বাঙালি শিল্পীদের পেটে লাথি মেরে গুজরাতি বণিকদের পকেট ভরানোর ঠিকা নিয়েছে নবান্ন?



বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে চন্দননগরের আলোকশিল্প। দশকের পর দশক ধরে টুনি বাল্ব থেকে হাল আমলের এলইডি— আলোর কারুকাজে গোটা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন এখানকার কারিগরেরা। দুর্গাপুজোর কার্নিভালে কলকাতার রেড রোড চন্দননগরের আলোয় সাজবে, কিংবা জগদ্ধাত্রী পুজোয় চন্দননগরের ঐতিহাসিক স্ট্র্যান্ডের দু'পাশ স্থানীয় শিল্পীদের হাতের জাদুতে ঝলমল করবে— এটাই ছিল অলিখিত নিয়ম এবং বাঙালির গর্বের পরম্পরা। কিন্তু রাজ্যে পালাবদল হতেই সেই চিরাচরিত প্রথায় সরাসরি কুঠারাঘাত করল বর্তমান সরকার।

চন্দননগরের আলোকশিল্পীদের যোগ্যতা বা দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তা হলে তাঁদের একমাত্র অপরাধ কি তাঁরা বাঙালি? নিজের ঘরের উঠোনে জগদ্ধাত্রী পুজো, আর সেখানেই কি না আলো জ্বালাতে ডেকে আনা হল গুজরাতের ঠিকাদার সংস্থাকে! এ তো স্রেফ সরকারি বরাত হাতছাড়া হওয়া নয়, এ হল চন্দননগরের শতাব্দীপ্রাচীন শিল্প ও সংস্কৃতির মুখে সরাসরি চুনকালি মাখানো। এই সিদ্ধান্তের ফলে (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



হাসি-কান্না

হাসির আড়ালে কান্না
যমুনার নীচে জঞ্জাল,
হাসি-কান্নায় দোদুল হৃদয়
চেনে না রাতের কঙ্কাল।
শত দুঃখ আড়ালে রেখে
হাসিমুখে হাসে জীবন,
অস্ত্রে অন্তরে অশ্রুর বন্যা
মানতে পারে না মরণ।
বেঁচে থাকার জন্য চলে লড়াই
দুঃখ সবার হার মেনে যাবে
মাথা নত করে না সংগ্রাম।

শোভনদেবের মর্যাদা নিয়ে কেন খেলা করছেন? প্রশ্ন হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : বিরোধী দলনেতা প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির ভর্ৎসনার মুখে পড়ল বালিশ-শিবির। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৮০টি আসন পেয়ে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিরোধী দলনেতা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল। এর পরে শুভেন্দু অধিকারীর অঙ্গুলিহেলনে গদ্দারি করে বালিশ-শিবিরের গদ্দারেরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের সমর্থনের ভিত্তিতে স্পিকার চাটন ঋতকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। স্পিকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।



ডিভিশন বেঞ্চ এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বেঞ্চে মামলার চূড়ান্ত পর্যায়ের শুনানি চলছে। (এরপর ৯ পাতায়)

বুলডোজারও পারবে না আমার কণ্ঠরোধ করতে

প্রতিবেদন : বিজেপি-র প্রতিহিংসার রাজনীতির ঘৃণ্যরূপ নিত্যদিন নতুন নতুনভাবে প্রত্যক্ষ করছে বাংলার মানুষ। এ-বার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে বুলডোজার পাঠিয়ে বাঁশের অস্থায়ী কাঠামো ভাঙার পরে বাড়ির সামনে লাগানো গেট কেটে ফেলা হয়েছে। ভাঙা হয়েছে তৃণমূলের শহিদ বেদি, জাগো বাংলার স্ট্যান্ড। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনা নিয়ে





অভিষেকের বাড়ির সামনে অস্থায়ী স্ট্যান্ড ভাঙছে বুলডোজার।

স্যোশাল মিডিয়া গর্জে উঠলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি লেখেন, হাজার হাজার বুলডোজার নামিয়েও আমার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা যাবে না, আমার অদম্য (এরপর ১১ পাতায়)

অভিষেকের নিরাপত্তা নিয়ে কোর্টের ধমক খেল রাজ্য

প্রতিবেদন : রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা ছাঁটাই নিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের কড়া প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্যের বিজেপি সরকার। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ও তাঁর পরিবারের ওপর একাধিকবার হামলা ও হুমকির অভিযোগ ওঠার পরও কেন নিরাপত্তা-ব্যবস্থা নতুন করে পর্যালোচনা করা হল না, তা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্যের ভূমিকায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে রাজ্যের নতুন শাসক দলের বিরুদ্ধে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা'র অভিযোগে সরব হয়েছে তৃণমূল শিবির। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা Z+ থেকে X ক্যাটাগরিতে নামিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি (এরপর ৬ পাতায়)

বিজেপির অপবাদ, শেষযাত্রায় গর্জে উঠলেন মানুষ



উজ্জ্বল বিশ্বাসের শেষযাত্রায় শোকার্ত মানুষের ঢল।

নিজের জমির ফসল বিক্রি করে পার্টি করেছিলেন উজ্জ্বল

প্রতিবেদন : প্রয়াত উজ্জ্বল বিশ্বাসের শেষযাত্রাকে ঘিরে শোকের ছায়া এলাকায়। তাঁর বাড়ির সামনে থেকে বৃহস্পতিবার শুরু হয় শেষযাত্রা। সেখান থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় লেডি কারমাইকেল হয়ে মৃণালিনী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে পোস্ট অফিস মোড়ে। প্রিয় মানুষকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে পথে উপস্থিত হন বহু মানুষ। বাড়ির সামনে থেকেই শেষযাত্রা শুরু হওয়ার পর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে শববাহী গাড়ি। যাত্রাপথে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও পরিচিত রাস্তা পেরিয়ে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় পোস্ট অফিস মোড়ে। গোটা পথ জুড়েই ছিল শোকের আবহ। শেষবারের মতো উজ্জ্বল বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা জানাতে স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিচিতদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। লেডি কারমাইকেল থেকে মৃণালিনী বালিকা বিদ্যালয় হয়ে পোস্ট অফিস মোড়— এই পথ ধরে এগিয়ে চলে শেষযাত্রা। পরিচিত এলাকার মধ্যে দিয়ে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়ার সময় আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

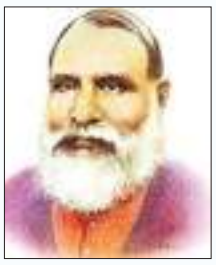
জাগোবাংলা
13 November, 2026 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান



২০০১ করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০১) এদিন প্রয়াত হন। করুণা হলেন এমন এক বিশেষ অভিনেত্রী, যিনি শুধু অভিনয় দিয়ে তাঁর অভিনীত চরিত্রদের অমর করে রেখে গিয়েছেন। সংখ্যায় অল্প হলেও গুরুত্বে তারা বিপুল। করুণার নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর চরিত্র 'সর্বজয়া'। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ছবিতে এই সর্বজয়ার চরিত্রকে রূপ দিতে ডেকে নিয়েছিলেন বাল্যবন্ধু ও সহকর্মী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী করুণাকে। আর তার পরে করুণা ও সর্বজয়া মিশে গিয়েছিল এক অভিন্ন সত্তায়। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'র পরে তিনি সত্যজিতের আরও দু'টি ছবি 'দেবী' ও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় অভিনয় করেন। এছাড়া মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' ও 'কলকাতা ৭১', শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র পরিচালিত 'শুভবিবাহ', অগ্রগামীর 'হেডমাস্টার', শান্তি চৌধুরীর একটি তথ্যচিত্র এবং ঋত্বিক ঘটকের অসমাপ্ত ছবি 'কত অজানারে'-তে লেডি ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৯৫৯ সালে 'ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্ট' তাদের দ্বাদশ ব্রিটিশ ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড (সংক্ষেপে 'বাফতা') দেওয়ার জন্য যে ছ'জন বিদেশি অভিনেত্রীর তালিকা তৈরি করেন তাঁদের (ইনগ্রিড বার্গম্যান, তাতিয়ানা সামজলোভা, জোয়ানে উডওয়ার্ড, গুইলেত্তা মাসিনা, আনা ম্যাগনানি) সঙ্গে ছিল করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও।

১৮৪৭ মীর মোশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) এদিন অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার অন্তর্গত লাহিড়ীপাড়ায় জন্ম নেন। যে সকল প্রগতিশীল লেখক বাংলা সাহিত্যকে কৃষক সংগ্রামের অস্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু'। সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহের (১৮৭২-৭৩) পটভূমিতে লেখা নাটক 'জমিদার দর্পণ' চারিদিকে আলোড়ন তুলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর প্রশংসা করলেও ওই নাটকটির প্রচার বন্ধে উদ্যোগ নেন। মোশারফের সাহিত্যগুরু ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। প্রায় ২৫টি গ্রন্থ রচনা করেন মোশারফ।





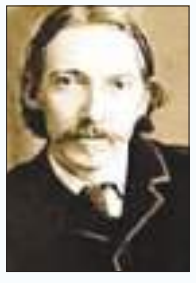
১৯৪৮ হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) এদিন বাংলাদেশের নেত্রকোনায় জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিচারণায় সমরেশ লিখেছেন, যিনি আলাপ করে দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন, ''ইনি হুমায়ুন আহমেদ। 'এইসব দিনরাত্রি' নামে একটি জনপ্রিয় টিভি-নাটক লিখেছেন, 'শঙ্খনীল কারাগার' নামের উপন্যাস লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ান।'' প্রায় একুশটির মতো উপন্যাস লিখেছেন একটি চরিত্রকে ঘিরে, সে চরিত্রের নাম 'হিমু'।

২০১৫ সন্ত্রাসবাদী হামলা হল প্যারিসে



কমপক্ষে ১৩০ জন নিহত হন, আহতের সংখ্যা ৩৫০ জনেরও বেশি। ব্যবধানটা মাস দশেকের। এ-বছরই ৭ জানুয়ারি প্যারিসে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শার্লি এবদো'র দফতরে তিন মুখোশধারী হামলা চালিয়েছিল। হামলার দায়ভার স্বীকার করে আইএস (ইসলামিক স্টেট)-এর তরফে জানানো হয়েছিল, হজরত মহম্মদকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিশোধ নিয়েছে তারা। এর পর সোজা ১৩ নভেম্বর। এবার নিশানায় ফুটবল খেলা দেখতে আসা, রক ব্যান্ডের কনসার্ট শুনতে যাওয়া সাধারণ মানুষ। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের কড়া অবস্থানই এই আক্রমণের প্রধান কারণ বলে মনে করেছিল তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

১৮৫০ রবার্ট লুই স্টিভেনসন (১৮৫০-১৮৯৪) এদিন স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের প্রথম ২৮ জন সর্বাধিক অনূদিত লেখকদের একজন। 'ট্রেজার আইল্যান্ড'-এর লং জন সিলভার কিংবা 'ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড'-এর বিজ্ঞানী সাহেবকে কে না চেনে। এদের স্রষ্টা রবার্ট লুই স্টিভেনসন। এগুলো ছাড়াও 'কিডন্যাপড', 'দ্য ব্ল্যাক অ্যারো', 'ক্যাট্রিওনা'র মতো চমৎকার সব ক্লাসিক উপহার দিয়েছেন তিনি। 'ট্রেজার আইল্যান্ড' সর্বপ্রথম একটি শিশু সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল ক্যাপ্টেন জর্জ নর্থ ছদ্মনামে। এক ধরনের স্লিপিং ব্যাগের আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম।



কর্মসূচি





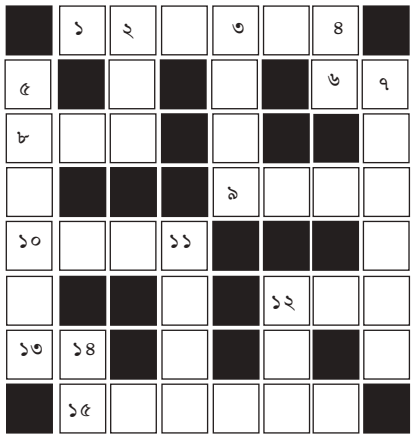
■ বাংলাদেশ নয়, বিজেপি-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে হুগলির আরামবাগের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের হরিপুর সাইয়েদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবি। রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের ছবিতে কালির পোঁচ। বঙ্গ সংস্কৃতির দুই প্রতিনিধিকে কলঙ্কিত করল যারা, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস।

■ উজ্জ্বল বিশ্বাসের মরদেহ নিয়ে অন্তিম যাত্রাপথে তাঁর পূর্বপুরুষ বসন্তকুমার বিশ্বাসের মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বভারতীয় তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা কালীগঞ্জের বিধায়ক আলিফা আহমেদ। অগ্নিযুগের বিপ্লবী বসন্তকুমার বিশ্বাস ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৭৯



পাশাপাশি : ১. হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বিশেষে পারঙ্গম ৬. শর্করা ৮. চোখের পাতা ৯. হাস্যকৌতুক, আমোদপ্রমোদ ১০. ক্রিয়া সম্পাদন ১২. ভাগ, বণ্টন ১৩. অঞ্চল ১৫. মানসিক তেজে উদ্দীপিত।

উপর-নিচ : ২. সরকার, গভর্নমেন্ট ৩. ওড়িশার উত্তর-পূর্ব প্রান্তস্থ শহর ও জেলা ৪. পৌলমী ৫. কঠোর সাধনায় নিযুক্ত ৭. রাত্রির আগম, সন্ধ্যা ১১. সশব্দ হাসি ১২. কৃশোদর ১৪. স্ত্রীলোকের নৃত্য।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৭৮ : পাশাপাশি : ২. প্রতিহিংসা ৫. বিহিতক ৬. রক্তপ ৭. মহারণ ৯. ধারদেনা ১২. কেদারা ১৩. পারঙ্গম ১৪. শরীরপাত।

উপর-নিচ : ১. অবিরাম ২. প্রকরণ ৩. হিমোপচার ৪. সাযুজ্য ৮. রসকেশর ৯. ধারাপাত ১০. নাগমল্লি ১১. আক্রোশ।

১২ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৮৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৯৩০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৮২৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৮২৯৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৪.১৩	৯৪.৯৮
ইউরো	১০৪.৪৩	১০৫.৬৮
পাউন্ড	১২৪.৯২	১২৬.৩৯

নজরকাড়া ইনস্টা



■ সোনাক্ষী সিনহা



■ পাওলি দাম

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০১০০ থেকে প্রকাশিত ও এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100 and Printed at L.S. Publications Private Limited, 4, Canal West Road, Kolkata 700015
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
আমার শহর
13 November, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in
৩
১৩ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

২০২৪-'২৫ সালে মাছের রেকর্ড উৎপাদন হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। রাজ্যে তারা ছিল দ্বিতীয় স্থানে। বছর ঘুরতেই তৃতীয় স্থানে নেমে গেল এই জেলা

ছুটি-ছাঁটাইয়ের পর এবার শোকজ-এর খাঁড়া

সরকারি আধিকারিকদের বলির পাঁঠা বানাচ্ছে বিজেপি সরকার?

প্রতিবেদন : প্রথমে সরকারি কর্মীদের ন্যায্য ছুটিতে কোপ, আর এবার সরাসরি চাকরি ও সার্ভিস বুকে আঘাত হানার তোড়জোড়! প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং চরম পরিকাঠামোগত ঘাটতি ঢাকতে এবার সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদেরই 'বলির পাঁঠা' বানানোর কৌশল নিল বর্তমান বিজেপি সরকার। নবান্নের নতুন ফরমানে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও শংসাপত্র, অনুমতি বা লাইসেন্সের আবেদন নিষ্পত্তি না হলে এবং তা যদি নিয়ম অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত হয়ে যায়, তবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে সরাসরি 'শোকজ' বা কারণ দর্শানোর নোটিশ ধরানো হবে! ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন, নিজেদের নীতিগত ব্যর্থতা এবং প্রশাসনিক স্থবিরতার দায় কি তবে এভাবেই নিচুতলার আধিকারিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে শাসকশিবির?

রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের স্বাক্ষরিত একটি কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' এবং অন্যান্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও আবেদনের নিষ্পত্তি না হলে তা 'ডিমড গ্র্যান্ট' বা অনুমোদিত বলে ধরে নেওয়া হয়। নবান্নের দাবি, এই ধরনের প্রতিটি ঘটনা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের ব্যর্থতাকেই তুলে ধরে। আর সেই কারণেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এমন ঘটনা ঘটলেই সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধানকে দায়ী আধিকারিকের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করতে হবে। ১৫ দিনের মধ্যে সেই শোকজের জবাব দিতে হবে এবং তার ভিত্তিতে সার্ভিস রুল অনুযায়ী ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে! শুধু তাই নয়, প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে কোন কোন দফতরে কতগুলি শোকজ করা হলো এবং কী ব্যবস্থা নেওয়া হল, তার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবান্নের এই তুঘলকি ফরমান ঘিরেই এখন সরকারি কর্মী মহলে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির প্রশ্ন, যেকোনও ফাইল বা আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়ার পিছনে আসল কারণটা কী? রাজ্য জুড়ে সরকারি দফতরগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে হাজার হাজার শূন্যপদ পড়ে রয়েছে। প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাবে একজন আধিকারিককে তিন-চারজনের কাজের বোঝা টানতে হচ্ছে। তার ওপর রয়েছে সার্ভার ডাউন থাকা, অপ্রতুল পরিকাঠামো এবং উপরতলার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। সেই মূল সমস্যাগুলির সমাধান না করে, কর্মী নিয়োগ না করে, স্রেফ ছড়ি ঘুরিয়ে আধিকারিকদের শোকজ করার এই নীতি আসলে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানোরই নামান্তর।

ইতিমধ্যেই সরকারি কর্মীদের ছুটি ছাঁটাই করে তাঁদের ওপর মানসিক চাপ তৈরি করেছে সরকার। আর এবার 'রাইট টু পাবলিক সার্ভিসেস অ্যাক্ট, ২০১৩'-র দোহাই দিয়ে কর্মীদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল শোকজ ও বিভাগীয় তদন্তের খাঁড়া। সরকারি আধিকারিকদের একাংশের আক্ষেপ, একদিকে ভুয়ো বা অসম্পূর্ণ নথিপত্র যাচাই না করে তাড়াহুড়ো করে ছাড়পত্র দিলে দুর্নীতির দায়ে ফাঁসানো হবে, আর অন্যদিকে খুঁটিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে সময় পেরিয়ে গেলে 'ডিমড গ্র্যান্ট'-এর অপরাধে শোকজ করা হবে— এ তো এক উভয়সংকট!

বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে চরমভাবে ব্যর্থ বর্তমান সরকার। শিল্প থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক পরিষেবা— সর্বত্রই কাজের গতি শ্লথ। আর সাধারণ মানুষের সেই ক্ষোভের আঁচ থেকে নিজেদের বাঁচাতেই এখন সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের ভিলেন বানানোর খেলায় নেমেছে নবান্ন।

তরুণী-মৃত্যুতে এখনও অধরা অভিযুক্তেরা

প্রতিবেদন : বরানগরে তরুণীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনাকে নিরন্তর ধামাচাপা দিতে চাইছে পুলিশ-প্রশাসন। বিজেপির বাংলায় নোয়াপাড়ায় তরুণীকে নিজের ফ্ল্যাটে ধর্ষণ-খুনের অভিযোগ উঠেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা গিয়েছে, খুনের আগে বেধড়ক মারধর করা হয় তরুণীকে। ভারী বস্তু দিয়ে কিংবা ঘুসি মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হয় মুখ। মাথার পিছনের আঘাত থেকে প্রাথমিক অনুমান, সম্ভবত, দেওয়ালে ধাক্কা মারা হয় তরুণীকে।

তরুণীর দেহ উদ্ধার হওয়ার প্রায় ১২ ঘণ্টা পর বুধবার সকালে তাঁরই ব্যবহার করা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে মেসেজ আসতে থাকে বলে জানায় পরিবার। অথচ, দেহ উদ্ধারের সময় থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না তরুণীর মোবাইল ফোন। এমনকী তরুণীর গায়ে থাকা ব্রেসলেট, আংটিরও কোনও হদিশ মেলেনি বলে দাবি করেছে পরিবার। অভিযুক্তরা দুষ্কর্ম করে ফোন নিয়ে পালায় বলে অনুমান করছে।

বরানগর

এত বড় একটা ঘটনাকে বিজেপি নেতারা ছোট করে দেখাতে চাইছে। ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও চলছে। তৃণমূল বুধবারই জানিয়েছিল, ঘটনাটিকে গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হোক।

বিজেপির বাংলায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নারী নিরাপত্তা শিকেয় উঠেছে। তথ্য প্রমাণ লোপাট করার জন্য ওই তরুণীর মোবাইল ফোন নিয়ে গিয়েছে অভিযুক্তরা। এমনকী যে লোকেশন থেকে মেসেজ এসেছিল, সেখান থেকে কোনও অপরাধীকে খুঁজেও পায়নি পুলিশ। এখনও পর্যন্ত গ্রেফতারিও হয়নি। প্রশাসনের ব্যর্থতা উঠে আসছে পরতে পরতে।



৩৯ নং ওয়ার্ড ছট পুজোর সামগ্রী বিতরণে স্থানীয় বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

বদলি আটকাতে বিমান হাইজ্যাকের হুমকি-চিঠি

প্রতিবেদন : স্ত্রী ও নিজে ক্যান্সারে আক্রান্ত। অফিস কাজের জন্য পাঠাচ্ছিল আফ্রিকা। বিদেশ যাওয়া বানচাল করতেই বিমানের শৌচালয়ে হাইজ্যাকের চিরকুট লিখে রাখেন তিনি। ক্রু সদস্যরা এই চিরকুট পেতেই কলকাতা থেকে মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান উড়ানের আগেই থমকে যায়। বুধবারের এই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। হাইজ্যাক-হুমকি পেয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বিমানবন্দরেও। পরে হাতের লেখা মিলিয়ে পার্থপ্রতিম নন্দী নামে ৫৬ বছর বয়সি এক যাত্রীকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি এই স্বীকারোক্তি করেন। জানান, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাইরে ট্রান্সফার করছিল অফিস। ক্যান্সার-আক্রান্ত স্ত্রীকে ফেলে তিনি যেতে চাননি। সেই কারণেই এমন কাজ করেছিলেন যাতে ওই বিমান বাতিল হয়ে যায় এবং তাঁকে না যেতে হয়। এর পরই ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তিনি সোদপুরের বাসিন্দা। তাঁর আদি বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়।

ধৃত বিমানযাত্রী জানান, তিনি নিজেও ক্যান্সারে আক্রান্ত। বারবার অফিসে সে-কথা জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই যাত্রাভঙ্গ করতে এই কাণ্ড ঘটান! তিনি জানতেন বিমানের টয়লেটে হাইজ্যাকের চিরকুট রাখলে বিমান বাতিল হয়ে যাবে। জেনেশুনেই এই কাজ করেন তিনি।

বুধবার সকালে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান টেক অফ করার ঠিক আগে শৌচালয়ে হুমকি-চিরকুট দেখতে পান ক্রু সদস্যরা। দ্রুত আইসোলেশন বে-তে বিমানটি নিয়ে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়। প্রথমে ব্যুরো অফ সিভিল এভিয়েশন সিকিউরিটি-র আধিকারিকেরা একাধিক যাত্রীর হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করেন। তারপর বিভিন্ন সূত্র ধরে সন্দেহ করা হয় এক যাত্রীকে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদে করতে সবটা স্বীকার করেন। ধৃতকে গ্রেফতারের পর বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করা হয়।

তিনদিনেও মিটল না জলসঙ্কট, ধীর গতিতে চলছে পাইপ মেরামতির কাজ

প্রতিবেদন : মন্থর গতিতে চলছে টালার ব্রিটিশ আমলের পাইপলাইন মেরামতির কাজ। পাইপ ফাটার পর তিনদিন কেটেছে। এখনও স্বাভাবিক হল না পরিস্থিতি। পানীয় জলের সঙ্কট কাটল না এখনও। তিনদিন পর জল এলেও, বেগ নেই। এক বালতি জল ভরতে লেগে যাচ্ছে ১৫-২০ মিনিট। জলের বেগ স্বাভাবিক করতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছে পুরসভা। বুধবারও কলকাতার ১৮ ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সোনাগাছি লেন, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট, ইমাম বক্স লেন, নাথেরবাগান, শেখপাড়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা ছিল। সমস্যা চলছিল টালা, শোভাবাজার, কুমারটুলি, বাগবাজার, মানিকতলা, বাগমারি, এন্টালি, গিরিশ পার্ক, আহিরিটোলা, শিয়ালদহ অঞ্চলেও। দক্ষিণ কলকাতায় এজেসি বসু রোড, বালিগঞ্জ, কসবা-সহ কিছু এলাকাতেও জল সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছিল। জলসঙ্কট মেটাতে জলের ট্যাঙ্কার পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল কলকাতা পুরসভা। শোনা যাচ্ছিল তাতেও এলাকাবাসীর থেকে টাকা চাওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি জরুরি প্রয়োজনে নাগরিকদের পুরসভার নির্ধারিত হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করার যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাতে ফোনও করা যাচ্ছিল না। নম্বরই সার। ফোন করলেও জলের গাড়ির দেখা মেলেনি। একদিকে জমা জল, অন্যদিকে পানীয় জলের সঙ্কটে নাজেহাল হন বাসিন্দারা। এই পুরসভার অর্ধেকেই কাউন্সিলর নেই। ক্ষমতায় আসার পর ভয় দেখিয়ে, শাসিয়ে কাউন্সিলরদের পুরসভায় আসতে দেওয়া হয়নি। বর্তমানে এই এলাকাগুলির কোনওটাতেই কাউন্সিলর নেই। পুরভোট নিয়েও টালমাটাল চলছে। শহরে এখন কোনও মেয়র নেই। মেয়র পারিষদ নেই। ফলে পুরকর্মীদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে কাজের গতি আরও ধীর হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ কার কাছে সাহায্য চাইবেন বোঝা দায়! সোমবার সকালে টালা রেলগেট সংলগ্ন টালা ব্রিজের নীচে ফেটে যায় পানীয় জলের পাইপলাইন। জলমগ্ন হয়ে পড়ে রেললাইন, রাস্তঘাট। জলমগ্ন হয়ে পড়ে এলাকা। পানীয় জলের সমস্যা হয় কলকাতার বিস্তীর্ণ ওয়ার্ডে। উত্তর ও মধ্য কলকাতা এবং দক্ষিণের কিছু অংশে চরম জলসঙ্কট দেখা যায়।



চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক, প্রশ্ন কল্যাণের

প্রতিবেদন : সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের ঘাটতি মেটাতে স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার এরকমটাই জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। রাজ্য সরাকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ? এর ফলে চিকিৎসকেরা কতটা দায়বদ্ধ থাকবেন? তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য, আপনি পারলে স্থায়ী চিকিৎসক, স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করুন। কেন করছেন না? যদি শূন্য পদ থাকে সেই জায়গা পূরণ করুন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে কটক্ষ করে কল্যাণ বলেন, বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী তো শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ান। কোনও কাজ করেন না। এত ব্যর্থ স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজ্যে কখনও দেখেনি। হাসপাতালে গিয়ে প্রতিদিন ৪০-৫০ জন করে রোগী দেখে আসুন। কিছুই তো করেন না, শুধু শুভেন্দু অধিকারীর পেছন পেছন ঘুরে বেড়ান!

বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠনের বক্তব্য— মেধাবী, পরিশ্রমী চিকিৎসকদের সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আকৃষ্ট করতে হলে স্থায়ী নিয়োগের কোনও বিকল্প নেই। সরকার চাইলে অতি-দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারে। সেটাই করা হোক। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বিকল্প হতে পারে না।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

13 November, 2026 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

গলাধাক্কা

আদালতে বারবার ধমক খাচ্ছে রাজ্য সরকার। তার পরেও সম্বিত ফিরছে না এই সরকারের। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নিয়োগ নিয়ে অন্যায়ভাবে, গা-জোয়ারি করে, রীতিনীতি উপেক্ষা করে, দল ভাঙিয়ে শুভেন্দু অধিকারী নোংরা রাজনীতির খেলায় নেমেছিলেন। ভাবখানা অনেকটা এইরকম— যেন রাজ্যটা তাঁর জমিদারি! যেমন চাইবে, তেমনভাবে চালাবে। কিন্তু কোর্টে গিয়ে বৃহস্পতিবার কার্যত গলাধাক্কা খেল বালিশদের আইনজীবী। বালিশদের তো শুভেন্দু কার্যত বাড়ির পোষা সারমেয়তে পরিণত করেছেন! ফলে তাদের নয়, কোর্টে আসলে রাজ্য সরকারের সম্মান ও সৌজন্যহীনতার চাদরটা মানুষের সামনে তুলে ধরলেন বিচারপতি। কী বললেন তিনি? নবনির্বাচিত স্পিকারকে হাত ধরে তাঁর চেয়ারে বসিয়েছিলেন শুভেন্দু ও শোভনদেব। এটাই তো প্রমাণ করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কে হতে চলেছেন? পরিষদীয় রীতি ও নীতিতে স্পিকারকে চেয়ারে বসান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতা। রাজ্যের আইনজীবীর পাল্টা মন্তব্যকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বিচারপতি বলেন, শোভনদেব যদি বিরোধী দলনেতা না-ই হন, তা হলে শুভেন্দু অধিকারী তাঁর সঙ্গে ছবি তুললেন কেন? ছবিতে তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, শুভেন্দু অধিকারী মামলাকারীর হাত ধরে রয়েছেন। এর ব্যাখ্যা কী? এর পরেই বিচারপতির কড়া এবং তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, আপনারা কি শোভনদেবের মতো মানুষটির সঙ্গে খেলছেন? আজ ওঁকে বিরোধী দলনেতা, কাল অন্য কেউ! প্রবীণ বলে কেন তাঁকে টানলেন? আবার কোথায় টানলেন?... আর বোধহয় কিছু বলার থাকে না। এই সরকারের আদৌ কি চোখের চামড়া আছে? নেই বলেই রাজ্যের পরিষদীয় রীতি-নীতিকে শিকেয় তুলে গণতন্ত্রিক রীতি-নীতিকে নিয়ে ছেলেখেলা করছে। ক্ষমতার আত্মম্ভরিতার ফানুস ফাটার ইতিহাসটা বোধহয় বিজেপির জানা নেই!

e-mail থেকে চিঠি

মৃত্যুমুখে আলু-চাষি উদাসীন রাজ্য সরকার

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম অর্থকরী ফসল আলু। অথচ এই আলু চাষ করেই প্রতি বছর লোকসানের মুখে পড়ছেন রাজ্যের হাজার হাজার চাষি। কীভাবে আলু বিক্রি হবে, কীভাবে সংরক্ষণ করা হবে, চাষিরা কী দাম পাবেন— এসব বিষয়ে বর্তমান বিজেপি সরকারের সুস্পষ্ট নীতি না থাকায় আলু-চাষিদের দুর্দশা ক্রমশ বাড়ছে। বাড়ছে ঋণের বোঝা, অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে তাঁদের ভবিষ্যৎ। গত ৫ নভেম্বর পুরশুড়ায় প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী আলু সম্পর্কিত যে সব ঘোষণা করেছেন, তাতে আলু চাষিরা সন্তুষ্ট নন। কারণ, নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আলু-চাষিদের কুইন্টাল প্রতি ২০০ টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির বিষয়ে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। বরং আগামী বছরের আলু চাষ নিয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে। অথচ এ বছরের উৎপাদিত আলুর কী হবে, সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। তাছাড়া, ৫০ টাকা ভরতুকি দিয়ে তাঁদের সমস্যার সমাধান হবে না। গত বছর যে খরচে আলু চাষ করেছিলেন, এ বছর সেই খরচ আরও বাড়বে। উদাহরণ হিসাবে তাঁরা জানাচ্ছেন, গত বছর ইফকো সারের ৫০ কেজির বস্তার দাম ছিল ১,৭৫০ টাকা, এ বছর তা বেড়ে হয়েছে ২,৫০০ টাকা। অথচ সার, বীজ ও আলুর ওষুধের দাম কমানোর বিষয়ে কোনও আশ্বাস মেলেনি। ইতিমধ্যেই হুগলির পশ্চিমাঞ্চল এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু এলাকায় নিম্নচাপের বৃষ্টির জলে সদ্য বসানো আলু পচে গেছে। এই ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা কী হবে? অন্যদিকে, পাঞ্জাব থেকে আসা আলুবীজের গাড়িগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে, অথচ বীজ কেনার মতো পর্যাপ্ত খদ্দের নেই। সব মিলিয়ে আলুচাষকে ঘিরে এক গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আলু চাষিরা যখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ঠিক সেই সময়ই রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী নাকি বলেছেন, ‘চাষিরা এত আলুচাষ করছে কেন!’ আসলে সরকারের ব্যর্থতা চাষিদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চাইছে। ক্ষোভটা এখানেই।— **ভাস্কর মাকাল, হুগলি**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বুলডোজার দিয়ে গণতন্ত্র ভাঙা যায় না

শত বছর আগে ‘বুলডোজার’ যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়। ভবন, অফিস, সড়ক-সহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে এ-যন্ত্রটি বিশ্ব জুড়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি সরকারের একটি ‘অস্ত্র’ হয়ে উঠেছে এই বুলডোজার। লিখছেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

পরিবর্তন মানে ভাঙচুর নয়। পরিবর্তন মানে জনতার জীবন-জীবিকা, গণতান্ত্রিক অধিকার, ন্যায়ের অধিকার। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বুলডোজার-রাজ এনে আইনের শাসনকে ভাঙা হচ্ছে। আমরা আইনের শাসন চাই। বুলডোজার রাজকে প্রতিহত করতে প্রতিবাদে শামিল হতে হবে আমাদের সবাইকে। হাজার হাজার বুলডোজার নামিয়েও তাঁর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা সম্ভব নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং বাংলাবিরোধীদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চলবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘হাজার হাজার বুলডোজার নামিয়েও আমার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা যাবে না, আমার অদম্য জেদ আর সংকল্পকে টলানো যাবে না। বাংলাবিরোধীদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যা পারে করুক, আমি অন্যায়ের কাছে, বেইমান বহিরাগত বাংলা বিরোধীদের কাছে মাথা নত করব না, এক ইঞ্চিও পিছু হটব না।’

২০২৬ সালের ৪ মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির বিপুল জয়ের পরদিনই ধর্মতলায় দেখা গেছিল ‘বুলডোজার অ্যাকশন’। ৫ মে ধর্মতলার ব্যস্ত রাস্তা দখল করে থাকার অজুহাতে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয় বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সাজানো অভিযোগ ছিল এই যে, ওই অফিসটি বেআইনিভাবে রাস্তা দখল করে তৈরি করা হয়েছিল।

বিশ্বব্যাপী নির্মাণকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রের অন্যতম হল বুলডোজার। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বুলডোজারের ব্যবহার সাম্প্রতিককালে অত্যন্ত বেড়ে গেছে। তবে উন্নয়ন যজ্ঞে নয়, বরং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর কাজে। ক্ষমতায় টিকে থাকতে, পায়ের তলার রাজনৈতিক মাটি শক্ত করতে, কিছু মানুষকে খুশি করতে এদেশের সংখ্যালঘুদের বুকের ছাতির উপর দিয়ে বুলডোজার চালাচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র। সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি বিরোধী পক্ষকে জব্দ করার কাজে সাফল্য পেয়েছেন ভেবে হিন্দুত্ববাদী নেতা, কর্মীরা এখন বুক ফোলাচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই ১২১ কালীঘাট রোডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির মূল গেটের বাইরে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী ও কলকাতা পুলিশের উপস্থিতিতে বুলডোজার নামিয়ে ফুটপাথ সংলগ্ন একটি অস্থায়ী শেড খোলার কাজ হয়। অভিষেকের দফতরের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল যে, নিরাপত্তাজনিত কারণে রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টরেট অফ সিকিউরিটির পক্ষ থেকেই ওই অস্থায়ী কাঠামোটি তৈরি করা হয়েছিল।

শেড ভাঙতে বুলডোজার অভিযানের পরপরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পদক্ষেপের নেপথ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা স্পষ্ট, তাই কড়া ভাষায় তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কোনওভাবেই তাঁকে দমিয়ে রাখা যাবে না এবং শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত তিনি এক ইঞ্চিও পিছু হটবেন না।

যতই বুলডোজার নিয়ে আসা হোক, কোনও বুলডোজারই মমতাপন্থীদের কণ্ঠস্বর রোধ করতে পারবে না কিংবা তাদের লৌহপ্রতিম দৃঢ় সংকল্পকে ভাঙতে পারবে না। ‘বাংলা বিরোধীদের’ বিরুদ্ধে মমতাপন্থীদের এই লড়াই আগামী দিনেও সমানভাবে জারি থাকবে, জানিয়ে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রতিজ্ঞা, শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত আমরা না পিছু হটব, না এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেব।



গত ৬ এবং ৭ নভেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে একদল দুষ্কৃতী তাঁর কালীঘাটের বাসভবন ও কার্যালয়ে হামলা চালায়। ঘটনা পরম্পরা বিচার করলে যে কোনও সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারবেন, ওটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং কমিশনের কাছে জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের হলফনামা ও নথিপত্র দখল করার একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত।

স্মর্তব্য, ওই হামলার ঠিক আগেই পুলিশের গাড়ি ব্যবহার করে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ওই চত্বরে নজরদারি বা রেকি চালিয়েছিল এবং ছবি তুলেছিল। পরবর্তীতে গত ১০ এবং ১১ নভেম্বরও একই ধরনের নজরদারির ঘটনা লক্ষ করা যায়।

এরপর বৃহস্পতিবার যা ঘটল তা উদ্বেগের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। গতকাল ভোরে সরকারি আধিকারিকেরা ওই চত্বরে উপস্থিত হয়ে সাংসদের বাড়ির সামনে পুলিশের তৈরি করা নিরাপত্তা গেটটি ভেঙে ফেলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই আগের হামলা এবং লাগাতার নজরদারির প্রেক্ষাপটে এই গেট ভাঙার ঘটনাটি সাংসদের নিরাপত্তা এবং কমিশনের বিচারাধীন মামলার নথিপত্রের সুরক্ষা নিয়ে গভীর উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছে।

শুভেন্দু অধিকারী পরিচালিত রাজ্য সরকার আদালতে জানিয়েছে, অভিষেকের নিরাপত্তা কমানোর সিদ্ধান্ত রাজ্যের। তার কারণ জানাতে বাধ্য নয় রাজ্য সরকার। শুনে বিচারপতি রাও-এর মন্তব্য, ‘তাঁকে কী নিরাপত্তা দেওয়া হবে, তা আদালত বলবে না। মামলাকারী বলছেন হামলা হয়েছে। অথচ তার রিভিউ (পর্যালোচনা) হয়নি।’ রাজ্য জানিয়েছে, নভেম্বরের শেষে অভিষেকের নিরাপত্তার বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা হবে। বোঝাই যাচ্ছে, ব্যাপারটি অত্যন্ত গোলমেলে এবং রাজ্য সরকার বেলাগামভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

আসলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেস ঘুঘুর বাসা ভাঙতে তৎপর হয়েছে। ভোটের পরিসংখ্যান নিয়ে কারচুপির অভিযোগের শিকড় এসআইআর পেরিয়ে আরও গভীরে, সে-কথা প্রতি মুহূর্তে প্রকাশ পাচ্ছে। কমিশনের অভ্যন্তরীণ অডিটের তথ্য সামনে আসার পর এই কথা এড়ানোর উপায় নেই। কারণ, সেই নথি ঘেঁটে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ৫১টি বিধানসভা ও লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের হিসাবে গরমিলের তথ্য গত মঙ্গলবার সামনে এনেছে ‘দ্য রিপোর্টার্স কালেকটিভ’। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, কোথাও প্রদত্ত ভোটের চেয়ে গণনা হয়েছে কম, কোথাও আবার ঠিক উলটোটা। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মুম্বই নর্থ কেন্দ্রে ইভিএমে ভোট পড়েছিল মোট ১৮ লক্ষ ১১ হাজার। অথচ গণনা করা হয় মাত্র ১০ লক্ষ ৩৩ হাজার ভোট। বাকি ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ভোট হঠাৎ উধাও! কোথায় গেল প্রায় ৪৩ শতাংশ ভোট? কেউ জানে না। সেই নির্বাচনে সাড়ে তিন লক্ষের কিছু বেশি ভোটে জিতেছিলেন বিজেপি প্রার্থী পীযূষ গোয়েল। সেবছরই হরিয়ানার বড়খাল বিধানসভায় ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ভোট পড়লেও গণনা হয় মাত্র ১ লক্ষ ৬০ হাজার। তার সুবাদেই মাত্র ৬ হাজারের কিছু বেশি ভোটে কংগ্রেস প্রার্থীকে হারায় বিজেপি। এছাড়া ১৯টি কেন্দ্রে বুথে ভোটার উপস্থিতি দেখানো হয়েছে শূন্য। অথচ সেখানে লক্ষ লক্ষ ভোট পড়েছে। এর মধ্যে দশটি কেন্দ্রেই জিতেছে বিজেপি অথবা তার জোটসঙ্গী।

এতগুলি কেন্দ্রে এমন ভয়াবহ অসংগতিকে সামান্য ভুল বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। এ তো শুধু চুরি নয়, দিনেদুপুরে ভোট-ডাকাতি! আর সেটা সামনে আনতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মরিয়া বলেই বিজেপি তাঁর প্রতি এত প্রতিহিংসা পরায়ণ।

জাগোবাংলা
রাজ্য
13 November, 2026 • Friday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in
৫
১৩ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার



কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর : চোখের জলে শেষ যাত্রায় উজ্জ্বল বিশ্বাস







এসআইআর : বিদেশে পড়তে যাওয়া অনিশ্চিত, রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

প্রতিবেদন : এসআইআর-র কারণে আটকে উচ্চশিক্ষা। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় বিদেশে পড়ার সুযোগ পেয়েও যেতে পারছেন না এক পড়ুয়া। কারণ, তাঁর পাসপোর্ট আটকে রয়েছে। বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পান ওই ছাত্র। যে কারণে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে পারছেন না।

এসআইআরে নাম না ওঠায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই পড়ুয়া। এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে আদালত। আবেদনকারীর দাবি, ভোটার তালিকায় তাঁর নিজের নাম রয়েছে। এমনকী তিনি ভোটও দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মায়ের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে পাসপোর্ট পেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁকে। অন্যদিকে, পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, আবেদনকারীর মায়ের নাম পাসপোর্টে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এসআইআর-এর পর ভোটার তালিকায় মায়ের নাম না থাকায় পুলিশের রিপোর্ট ছাড়া পাসপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। মামলার শুনানিতে বিচারপতি কৃষ্ণ রাও রাজ্য সরকারকে এই মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি এসআইআর ট্রাইব্যুনালকে বিবাদী করার বিষয়ে আবেদনকারীকে সতর্ক করে আদালত। পরে ট্রাইব্যুনালের নাম বাদ দিয়ে রাজ্য সরকারকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আগামী শুনানির আগেই গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজ্যকে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে হাইকোর্ট।

আরও কমবে তাপমাত্রা

প্রতিবেদন: কেটেছে ঝড় বৃষ্টির ভ্রুকুটি। আপাতত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আগামী দু-দিনে আরও ২-৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমবে। সকালের দিকে ইতিমধ্যেই হালকা শীত অনুভূত হতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা অনেকটা নেমেছে। তবে উত্তরের জেলাতে এখনই খুব একটা পরিবর্তন হবে না। আগামী সোমবারের মধ্যে পার্বত্য ও উত্তরের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। ঠান্ডার আমেজ অনুভূত হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে কবে থেকে শীতের প্রবেশ ঘটবে সেই নিয়ে আবহাওয়া দফতর এখনও কিছু বলতে পারেনি। আগামী সাত দিন পরিষ্কার থাকবে আকাশ। শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সমগ্র জেলায় শুষ্ক এবং শীতল আবহাওয়া বজায় থাকবে। ভোর ও রাতের দিকে হালকা কুয়াশা দেখা যাবে।

বাড়ির বাইরে বিজেপি আর পুলিশের টানা নজরদারি

নথি হাতানোর ছক! হামলার আশঙ্কায় কমিশনে অভিষেক

প্রতিবেদন : বাড়ির বাইরে নজরদারি, হামলার আশঙ্কা, এবার গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ! নিজের বাসভবন তথা কার্যালয়ের নিরাপত্তা এবং দলের গুরুত্বপূর্ণ আইনি নথিপত্র সুরক্ষিত রাখার দাবিতে এবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি-ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তি ও পুলিশের একাংশের মদতে তাঁর বাড়ি ও অফিসে হামলা চালিয়ে তৃণমূলের নাম ও প্রতীক সংক্রান্ত মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।



বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি লিখিত আবেদন জমা দেন অভিষেকের আইনজীবী অর্ক নাগ। সেখানে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, কমিশনে চলতে থাকা তৃণমূলের নাম ও নির্বাচনী প্রতীক সংক্রান্ত মামলার জন্য তৈরি হলফনামা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট করা বা জোর করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট নথির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আবেদন জানানো হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত গত ৬ নভেম্বর। তৃণমূল সাংসদ অভিযোগ করেন, কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাঁর কলকাতার বাসভবন ও অফিসের আশপাশে নজরদারি চালাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নিজেদের পুলিশকর্মী বলেও পরিচয় দিয়েছিলেন বলে দাবি করেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে তদন্তের দাবিও জানিয়েছিলেন তিনি। এরপর গত ১০ ও ১১ নভেম্বর ফের নজরদারির অভিযোগ সামনে আসে। অভিষেকের আইনজীবীর দাবি, পরপর এই ঘটনাগুলির জেরে বাড়ি ও অফিসে ফের হামলার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

হাওড়ার সাঁকরাইলে ডাকাতি। পাটনা থেকে হাওড়া সিটি পুলিশের হাতে গ্রেফতার ৭। ধৃতদের কাছ থেকে ৭০ লক্ষ টাকার গয়না উদ্ধার

নজরদারিতে ঢিলেমি, লাইনে ফাটল, ব্যাহত রেল-চলাচল

সংবাদদাতা, বসিরহাট : ছুটি কাটিয়ে কাজের দিনের শুরুতেই চরম দুর্ভোগে পড়লেন পূর্ব রেলের হাসনাবাদ-শিয়ালদা শাখার হাজার হাজার নিত্যযাত্রী। সকালে অফিস টাইমে রেললাইনে ফাটল দেখা দেওয়ায় দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকল ট্রেন-চলাচল। যাত্রীদের অভিযোগ, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের চরম অভাব এবং রেল কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত উদাসীনতার কারণেই বারবার এই ধরনের বিপজ্জনক ঘটনা ঘটছে।

ভ্যাবলা স্টেশনের কাছে রেললাইনের একটি অংশ ফেটে উঁচু হয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন-চলাচল। সকাল ৭টা থেকে প্রায় ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের ভোগান্তিতে পড়েন হাজার হাজার নিত্যযাত্রী। প্রশ্ন উঠছে, রেললাইনের রক্ষণাবেক্ষণে নজরদারি কোথায়? একের পর এক দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হলেও কেন বারবার এমন গাফিলতির ছবি সামনে আসছে?

এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, সকাল ৭টার ট্রেনটি চলে যাওয়ার পরই তিনি বিকট শব্দ শুনতে পান।



কাছে গিয়ে দেখেন, রেললাইনের একটি অংশ ফেটে উঁচু হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়। রেলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রেন-চলাচল বন্ধ করে দেন। শুরু হয় মেরামতির কাজ। সকাল ৮টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ফের ট্রেন-চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এই ঘটনায় চরম দুর্ভোগে পড়েন অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা। মাছ ব্যবসায়ী আরাকুল ইসলাম জানান, মাছ নিয়ে বারাসতে পৌঁছতে না পারলে তাঁর ব্যবসায় ক্ষতি হবে। যাত্রী ভোলানাথ মণ্ডলের আশঙ্কা, সময়মতো ফাটল নজরে না এলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক রেল দুর্ঘটনা ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই ভ্যাবলার এই ঘটনা রেলের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল। রেল দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গণ-পরিবহণ ব্যবস্থা। অথচ যে লাইনের উপর দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের জীবন বাজি রেখে যাতায়াত, সেই লাইনের নিরাপত্তা নিয়েই যদি প্রশ্ন ওঠে, তার দায় এড়াবে কে? রেলমন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রশ্ন, দুর্ঘটনা ঘটার পর তৎপরতা দেখানোই কি রেলের দায়িত্ব? নাকি দুর্ঘটনার আগেই নিয়মিত পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি? অল্পের জন্য বড় বিপদ এড়ানো গেলেও যাত্রীদের মনে আতঙ্ক থেকেই যাচ্ছে। শুধু আশ্বাস নয়, রেলের নিরাপত্তায় দৃশ্যমান পদক্ষেপ চান নিত্যযাত্রীরা।



উত্তর কলকাতা তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর উদ্যোগে ৪৫ নং ওয়ার্ডে ছট পুজোর সামগ্রী বিতরণ। রয়েছেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার।

শেষযাত্রায় গর্জে উঠলেন

(প্রথম পাতার পর) অনেকেই নীরবে দাঁড়িয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা ছাপিয়ে ওঠে গোটা এলাকার শোকস্তব্ধ পরিবেশে। উজ্জ্বল বিশ্বাসের প্রয়াণে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত মহলে। শেষযাত্রার এই মুহূর্তে বারবার ফিরে আসে তাঁর স্মৃতি। প্রয়াত নেতার এক অনুগামী বলছিলেন, দাদাকে চোর অপবাদ পর্যন্ত শুনতে হয়েছে! আর যারা তোলাবাজি করে এখন বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তাদের সাত খুন মাফ হয়ে গেল! উনি অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। মানুষের জন্য কাজ করেছেন।

প্রসঙ্গত, প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক তথা মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের মরদেহ কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয় নদিয়ায় তাঁর কৃষ্ণনগরের বাড়িতে। প্রথমে তাঁর পোড়াগাছার পৈতৃক বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই পোড়াগাছা অঞ্চলেই বৃদ্ধদের জন্য একটি বৃদ্ধাবাস নির্মাণ করেছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ের শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের উত্তরসূরি উজ্জ্বল বিশ্বাস। বুধবার কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ২০১১ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত— মাঝের এক বছর বাদ দিয়ে তিনি তৃণমূল সরকারের একাধিক দফতরের মন্ত্রিত্ব দক্ষতার সাথে সামলেছেন। এবার বিধানসভা ভোটে তিনি বিজেপির কাছে পরাজিত হওয়ার পর ত্রাণসামগ্রী নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ ও পরে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। ৪৬ দিন পর তিনি জামিনে মুক্ত হন। তার পর থেকেই তিনি শারীরিক ও মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু আসল সত্য হল তিনি নিজেই জেলাশাসককে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, তাঁর পার্টি অফিসে বেশ কিছু ত্রাণের ত্রিপল রয়েছে। তা যেন প্রশাসন উদ্ধার করে প্রয়োজনমতো বণ্টন করে দেয়। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বৃহস্পতিবার সকালে উজ্জ্বল বিশ্বাসের কলকাতার বাড়িতে যান বিধায়ক কুণাল ঘোষ, আলিফা আহমেদ ও দোলা সেন। জানা গিয়েছে, হাসপাতালের বিছানায় শুয়েও তিনি দলের কাজ নিয়েই ভাবতেন। চেয়েছিলেন দলনেত্রীর দেওয়া যাবতীয় দায়িত্ব দ্রুত পালন করতে। কিন্তু তাঁর আচমকা অসুস্থতা এবং মৃত্যুতে সেসব অসমাপ্তই হয়ে রইল। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরে প্রয়াত উজ্জ্বল বিশ্বাসের দেহ বাড়ি পৌঁছনোর পর জনতার ঢল নামে সেখানে। কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর পাড়া-প্রতিবেশী পরিজন ও তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক এবং অসংখ্য অনুগামী। অনেকেই বলেন, ওঁর মতো মানুষ হয় না। কিন্তু সেই লোকটাকেই চোর অপবাদ দেওয়া হল! মানুষই একদিন এর জবাব দেবে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রিয় নেতার অনুগামী থেকে স্থানীয়রা। তৃণমূল কর্মীদের অনেকেই আক্ষেপ করে বলেন, এভাবে যদি বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে আক্রমণ না করতেন, ডিম ছুঁড়ে অপদস্থ না করতেন। আর অন্যায় অভিযোগ করে ৪৯ দিন জেল না খাটাতেন তবে তাঁকে মরতে হত না। আমাদের কাছে দুঃখের কথা একটাই— ওঁর মতো সৎ রাজনীতিবিদকে চোরের অপবাদ দিল বিজেপি। তা ছাড়াও পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট। পুলিশ-প্রশাসন চাইলে তাঁকে রক্ষা করতে পারতেন। স্থানীয় পোস্ট অফিস মোড়ে তাঁর শবদেহ রেখে তাঁর প্রতি বিজেপি যে অত্যাচার করেছে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দেওয়া হয় এবং সেখানে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এর পরেই তাঁর শবদেহ কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ধুবুলিয়ার পার্টি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই শোকস্তব্ধ কর্মী ও অনুগামীরা তাঁর শবদেহে মাল্যদান করে সম্মান জানান এবং আগামী দিনের জন্য রাজনৈতিক লড়াইয়ের ডাক দেন। বরাবরই নেত্রীর সঙ্গে ছিলেন তিনি। গদ্দার শিবিরে যোগ দেননি। হাসপাতালে শুয়েও দলের কথাই ভাবতেন। কিন্তু ৭১ বছর বয়সি নেতার মৃত্যুতে সব থমকে গেল।

সরকারের গাফিলতি, আত্মঘাতী হলেন যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক

প্রতিবেদন: নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিলম্ব ও চরম অনিশ্চয়তার জেরে ফের প্রাণ হারালেন এক যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন জলপাইগুড়ির কচুয়া বোয়ালমারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক স্বপন দাস (৩৭)। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরই রাজ্য সরকারের চরম গাফিলতি ও উদাসীনতার অভিযোগে সরব হয়েছেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও মৃতের পরিবার। ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) প্যানেলে স্বচ্ছভাবেই চাকরি পেয়েছিলেন স্বপনবাবু। কিন্তু দুর্নীতির জেরে গোটা প্যানেল বাতিল হওয়ায় তিনিও চাকরি হারান। যদিও 'যোগ্য' শিক্ষক হিসেবে আপাতত ওই স্কুলেই শিক্ষকতা করছিলেন তিনি। তবে আগামী ৩১ মে-র মধ্যে তাঁর বর্তমান চাকরির মেয়াদ শেষ হতে চলেছিল। নতুন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নথি যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করলেও, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকারের দীর্ঘ টালবাহানার কারণে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন তিনি। মৃত শিক্ষকের স্ত্রী কাকলি দাসের অভিযোগ, প্যানেল বাতিল হওয়ার পর থেকেই তাঁর স্বামী গভীর অবসাদে ডুবে গিয়েছিলেন। চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সংসার চালানো ও ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। বৃহস্পতিবার ভোরে কোচবিহারের জোড়াই এলাকায় তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এটি নিছক কোনও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা নয়, বরং প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও দীর্ঘদিনের মানসিক চাপের ফল। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অভিযোগ, সরকারের গাফিলতি ও আইনি জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন না করার খেসারত দিতে হচ্ছে নিরপরাধ ও যোগ্য শিক্ষকদের। অবিলম্বে মৃত শিক্ষকের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং বকেয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার দাবিতে সরব হয়েছেন সহকর্মীরা।

কোর্টের ধমক

(প্রথম পাতার পর) সরকার। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে বারবার আক্রান্ত হয়েছেন অভিষেক। একাধিকবার তিনি প্রাণনাশের হুমকির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাতেও প্রশাসন পদক্ষেপ করেনি। এবার নিরাপত্তা প্রত্যাহার নিয়ে অভিষেক কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতেই, রাজ্যের কাছে জবাব চাইল আদালত। শুনানিতে বিচারপতি কৃষ্ণ রাও রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চান, অভিষেকের তরফে একাধিকবার হামলার অভিযোগ জানিয়ে নিরাপত্তা বাড়ানোর আবেদন করা সত্ত্বেও কেন নতুন করে নিরাপত্তা পর্যালোচনা করা হল না। রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয় ১২ মে থেকে নিরাপত্তা কমানো হয়েছে। এরপর আদালত প্রশ্ন তোলে অভিষেকের তরফ থেকে হুমকি নিয়ে যে অভিযোগ করা হয়েছে তাই নিয়ে জয়েন্ট কমিশনার অফ সিকিউরিটি কেন পর্যালোচনা করেনি? এমনকী রিপোর্টেও তার উল্লেখ না থাকায় উষ্মা প্রকাশ করেন বিচারপতি। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ছ'মাস অন্তর নিরাপত্তা-সংক্রান্ত রিভিউ হয়। আগামী নভেম্বরের শেষে পরবর্তী পর্যালোচনায় বিষয়টি দেখা হবে। রাজ্যের এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট না হয়ে বিচারপতি সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, মামলাকারীর সঙ্গে যে কোনও ঘটনা ঘটেনি, তা তো নয়। যখন এমন ঘটনা ঘটেছে এবং নিরাপত্তা বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়েছে, তখন কেন তা রিভিউ করা হবে না? ছ'মাস অপেক্ষা করার কোনও বাধ্যবাধকতা বা নিয়ম আছে কি? আদালতের কড়া প্রশ্নের মুখে পড়ে নিরাপত্তা ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য প্রশাসন যে বেশ খানিকটা অস্বস্তিতে তা বলাই বাহুল্য। সওয়াল-জবাব শেষে বিচারপতি মামলার রায়দান স্থগিত রেখেছেন।

ছক বিজেপির

(প্রথম পাতার পর) চরম আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়েছেন চন্দননগরের শত শত আলোকশিল্পী এবং তাঁদের অধীনে কাজ করা হাজার হাজার সাধারণ কারিগর ও শ্রমিক। দুর্গাপুজো এবং জগদ্ধাত্রী পুজোর এই বড় সরকারি কাজগুলির দিকেই সারা বছর তাকিয়ে থাকেন তাঁরা। প্রথমে রেড রোড এবং তারপর খোদ চন্দননগর স্ট্যান্ডের বরাত ভিনরাজ্যের সংস্থার হাতে চলে যাওয়ায় উৎসবের মরশুমেই রুজিরুটি হারিয়ে অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে অসংখ্য বাঙালি পরিবার।

এটি কোনও বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং বাংলার নিজস্ব শিল্প ও অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার এক সুপরিকল্পিত নীল-নকশা। 'আত্মনির্ভর বাংলা' গড়ার গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা বিজেপি সরকার আসলে রাজ্যে 'গুজরাত মডেল' আমদানি করতে মরিয়া। আর সেই কারণেই রাজ্যের করের টাকায় পুষ্ট হচ্ছে ভিনরাজ্যের কর্পোরেট সংস্থা, আর ঘরের কোণে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন বাংলার বিশ্বজয়ী শিল্পীরা। যে চন্দননগরের আলো ছাড়া বাংলার উৎসব অসম্পূর্ণ, সেই চন্দননগরের বুকেই গুজরাতি সংস্থার আলো জ্বালিয়ে রাজ্য সরকার আসলে বাঙালির আত্মমর্যাদাতেই আঘাত হেনেছে। উৎসবের মরশুমে ভূমিপুত্রদের ভাতে মেরে বহিরাগতদের তোষণ করার এই নগ্ন রাজনীতির জবাব কি আগামী দিনে দেবেন না বাংলার মানুষ? আলোর শহরে আজ এই ক্ষোভের আগুনই তুষের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
13 November, 2026 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in
৭
১৩ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

ছটপুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের আমেজে মুখরিত হয়ে উঠল জলপাইগুড়ি শহর। বৃহস্পতিবার নেতাজিপাড়া পরেশ মিত্র কলোনি ছটপুজোর ঘাট কমিটির উদ্যোগে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়

বাঘিনি ধরতে অতিরিক্ত ঘুমপাড়ানি গুলি বনদফতরের গাফিলতিতে ৩ ভ্রূণের মৃত্যু

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বারে বারে পালিয়ে যাওয়া বক্সার বাঘিনিকে ধরতে বনদফতরের অবিবেচকের মতো কাজ। অতিরিক্ত ঘুমপাড়ানি গুলির প্রভাবে মৃত্যু হল ডুয়ার্স রানির তিনটি ভ্রূণের। বিহার থেকে আনার পর কেন বাঘনির শারীরিক পরীক্ষা হয়নি উঠেছে প্রশ্ন। বাঘিনির অবস্থাও সঙ্কটজনক। বনদফতরের এই গাফিলতি নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। বাঘটিকে যখন ট্রাঙ্কুলাইজ করে ক্যাপটিভিটিতে নেওয়া হল, তখন কেন তার পূর্ণাঙ্গ শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা বা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করা হল না? যদি তা হয়েও থাকে, তবে তা কীভাবে ওভারলুক হল, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। সম্পূর্ণ অচেনা এক ল্যান্ডস্কেপে বাঘনিটিকে রি-ইন্ট্রোডিউস করার সময় অতিরিক্ত সতর্কতা ও অবজারভেশনের প্রয়োজন ছিল। বক্সায় নিয়ে আসার আগেই সে অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলে জানা গিয়েছে। এমনকী তার গর্ভে থাকা প্রায় তিন মাসের তিনটি শাবক নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে খবর। ভুটান সীমান্ত থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার এবং আসামের রাইমোনা বনাঞ্চল থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে বাঘিনিটি। উল্লেখ্য, গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে তিন বছর বয়সি বাঘিনিটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে ধরা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর তাকে বক্সার ২৫ মাইল এলাকায় প্রায় সাতবিঘা জমিতে তৈরি বিশেষ ঘেরাটোপে রাখা হয়েছিল। ২ অক্টোবর ঘেরাটোপের দরজা খুলে দেওয়া হলেও বাঘিনি বাইরে আসেনি। দু'দিন পর সেখান থেকে বেরিয়ে সংকোশ নদী পেরিয়ে আসামের রাইমোনা বনাঞ্চলে চলে যায়। এরপর ৩ নভেম্বর আসামের কোকরাঝাড় সংলগ্ন এলাকা থেকে ফের তাকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে ধরা হয়। বক্সায় ফিরিয়ে এনে পুরনো ঘেরাটোপেই রাখা হয়েছিল। পাঁচদিন পর গত রবিবার ফের সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে সে। এবারও তার গতিবিধি আসামের দিকেই বলে মনে করছেন বন আধিকারিকরা। বন দফতরের দাবি, বাঘিনির অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি ৩ নভেম্বর তাকে ধরার পর জানা যায়। কিন্তু তার আগেই গর্ভস্থ শাবকদের ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে। জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের প্রধান সঞ্জয় কুমারও বিষয়টি নজরে আসার কথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাঘিনির শারীরিক অবস্থা এবং গর্ভস্থ শাবকদের পরিণতি জানতে আরও বিস্তারিত পরীক্ষা প্রয়োজন। এজন্য দিল্লি থেকে আনা হয়েছে তদন্তকারী দল। এখানেই উঠে এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেন আগেই শারিরীক পরীক্ষা করা হয়নি? একটি বাঘিনিকে যে বারেবারে ঘুমপাড়ানি গুলি দেওয়া যায় না তাও কেন জানা নেই বনকর্মীদের? বিশেষ করে ধরার জন্য ঘুম পাড়ানোর গুলি না করে অন্য উপায় অবলম্বন করা যেত। তাহলে হয়তো তার তিন শাবকের ক্ষতি হত না। বনদফতরের গাফিলতির কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে সরকার এতবড় ঘটনাকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে বনমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক বিষয়ে বললেও বাঘিনির ভ্রূণের মৃত্যু নিয়ে একটিও কথা বলেননি। এতে পশপ্রেমীদের মধ্যেও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।


সঙ্কটজনক বাঘিনির শারীরিক অবস্থা।

অ্যাম্বুল্যান্সের গোপন কুঠুরিতে মাদক পাচার



বিজেপির রাজত্বে রমরমিয়ে বাড়ছে পাচারচক্র। এবার নিষিদ্ধ মাদক পাচারে ব্যবহার করা হল অ্যাম্বুল্যান্স! অ্যাম্বুল্যান্সে বিশেষ গোপন কুঠুরি তৈরি করে বেআইনি মদ পাচার। বুধবার রাতে দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি-ঘোষপুকুর বাইপাস রোডে অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ শুল্কহীন বিদেশি মদ। গাড়ির চালক পলাতক। গাড়ি-সহ বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য ৩২ লক্ষ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা। তবে অভিযানের সময় অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গাড়িটির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায়, রোগী পরিবহণের আড়ালে ভিতর বিশেষ চেম্বার তৈরি করা হয়েছিল। সেখান থেকে ১০৯টি কার্টুনে মোট ৯৮১ লিটার শুল্কহীন বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত হয়। বাজেয়াপ্ত বোতলগুলিতে নামি সংস্থার মদ ছিল এবং সেগুলির গায়ে 'ফর সেল ইন সিকিম অনলি' লেখা ছিল। বাজেয়াপ্ত হওয়া মদের আনুমানিক বাজারমূল্য ২৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা এবং অ্যাম্বুল্যান্সটির মূল্য আনুমানিক ৮ লক্ষ টাকা।

অঙ্গনওয়াড়িতে চুরি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন



মাটিয়ালি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবাড়ি নেওড়া মাঝিয়ালি ৩০ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চোরের দল। সকালে কেন্দ্রের কর্মী সোনালী মণ্ডল দাস এসে দেখতে পান দরজার তালা ভাঙা এবং ভেতরের সমস্ত আসবাবপত্র লন্ডভন্ড। রান্নার বাসনপত্র, শিশুদের খেলার সামগ্রী ও পুষ্টিমূলক খাদ্যসামগ্রী উধাও হয়ে গেছে। ফলে রান্না করা সম্ভব না হওয়ায় নির্ধারিত দিনে আসা ছোটো ছোটো শিশুদের খাবার দিতে পারেননি কর্মীরা। ঘটনার পরেই মেটেলি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুত তদন্ত ও চোর ধরার আশ্বাস দেওয়া হলেও, স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ— এই কেন্দ্রে ইতিপূর্বেও একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে, যা সুরক্ষার বেহাল দশাকেই স্পষ্ট করে।

বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা, তার উপর বৃষ্টির জল জমে দুর্ভোগ— এবার সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে পথে নামলেন এলাকাবাসী। রাস্তা সংস্কার এবং সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের যুবশ্রী মোড়ে পথ অবরোধ করেন নেপালিপাড়া ও নামাবঙ্গী এলাকার বাসিন্দারা। অবরোধের জেরে প্রায় এক ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে পড়ে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড থেকে বিভিন্ন রুটের যান চলাচল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বালুরঘাট পুরসভার ৯ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় এক হাঁটু পর্যন্ত জল জমে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের পাশাপাশি সমস্যায় পড়তে হয় যানবাহন চালকদেরও। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার কথা জানিয়েও কোনও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় এদিন অবশেষে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। এলাকার বাসিন্দা তথা বালুরঘাট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা বন্দনা ঘোষ জানান, প্রায় দু'বছর ধরে এলাকার রাস্তার এই দুরবস্থা চলছে। রাস্তার খানাখন্দের কারণে যানবাহন এলাকায় ঢুকতে চায় না। ফলে নিত্যদিন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বাসিন্দাদের। তাঁর অভিযোগ, রাস্তা সংস্কারের জন্য পথশ্রী প্রকল্পের পোস্টার লাগানো হলেও অজ্ঞাত কারণে এখনও পর্যন্ত কাজ হয়নি। অন্যদিকে, এই পথ অবরোধকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন তৃনমুল পরিচালিত বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা।


বালুরঘাটের যুবশ্রী মোড়ে প্লাকার্ড হাতে বিক্ষোভ।

বিজেপিতে কোন্দল

দলে সমন্বয়ের অভাব প্রতিদিন প্রমাণ করছে বিজেপি। রোজ আসছে কোন্দলের খবর। এবার ডুয়ার্স উৎসব কমিটির কোষাধ্যক্ষ পদ নিয়ে শাসক দল বিজেপির অন্দরে শুরু হয়েছে কোন্দল। রঞ্জন দাশগুপ্তকে ডুয়ার্স উৎসব কমিটির কোষাধ্যক্ষ করায় বিজেপির কর্মী সমর্থকরা ইতিমধ্যেই জেলা কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। এবার কোষাধ্যক্ষ পদ থেকে রঞ্জনবাবুকে সরানোর দাবী নিয়ে বৃহস্পতিবার বিজেপির ওবিসি মোর্চার জেলা সহ সভাপতি-সহ দলের বহু কর্মী সমর্থক ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা জেলা বিজেপি সভাপতি মিঠু দাসকে চিঠি দিল।

তিস্তার চরে উদ্ধার তাজা মর্টার শেল! এলাকায় আতঙ্ক

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : তিস্তার চরে উদ্ধার তাজা মর্টার শেল। ময়নাগুড়ি ব্লকের দক্ষিণ ধর্মপুর এলাকার সরদারপাড়া সংলগ্ন তিস্তা নদীর চরে কাজ করতে গিয়ে একটি মোটর শেল উদ্ধারের ঘটনায় গোটা অঞ্চলে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের মধ্যে এই বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনা চঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ দক্ষিণ ধর্মপুরের বাসিন্দা ইউনুস ইসলাম তিস্তার চরে কাজের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। সেই সময় কাজের ফাঁকে জ্বালানি কাঠ কুড়ানোর জন্য মাটিতে পড়ে থাকা একটি বস্তু তাঁর নজরে আসে। প্রথমে সন্দেহ হওয়ায় তিনি বস্তুটি হাতে তুলে ভালোভাবে দেখেন এবং বুঝতে পারেন সেটি সাধারণ কোনও কাঠের টুকরো নয়, বরং একটি বিপজ্জনক মর্টার শেল। দিনের আলোয় নদী চরে এমন মারাত্মক বিস্ফোরক সদৃশ বস্তু পাওয়ার খবর জানাজানি হতেই মুহূর্তের মধ্যে আশেপাশের এলাকায় চরম চাঞ্চল্য ও ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ময়নাগুড়ি থানার ভোটপাট্টি ফাঁড়ির পুলিশকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ ও উদ্বেগের সুরে জানিয়েছেন, এটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আগেও বহুবার তিস্তার চরে এ-ধরনের বিপজ্জনক বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। বারবার এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তির ফলে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিয়ে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন নদীচরের ওপর নির্ভরশীল সাধারণ মানুষ, কৃষক ও শ্রমিকরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ও স্থায়ী সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী।



আমার বাংলা
13 November, 2026 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা



জমিবিবাদে পিটিয়ে নেতাকে খুন করল বিজেপি-কর্মীরাই

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল নতুন কিছু নয়। আদি আর নব্যে লড়াই চলছে অনেকদিনই। এবার শুরু হল খুনোখুনি। বিজেপি বনাম বিজেপি লড়াইয়ের জেরেই রক্তাক্ত সংঘর্ষ দুর্গাপুরে! লোহার রড ও বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে এক বিজেপি নেতাকে খুনের অভিযোগ উঠল দলেরই কর্মীদের বিরুদ্ধে। নিহত বিজেপি নেতার নাম শ্যাম দাস (৩৫)। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার ৩ নম্বর মণ্ডলের যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দলের এই কোন্দল নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব ভয়ঙ্কর অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। দলের বেআব্রু অবস্থা ধামাচাপা দিতে তৎপর হয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। দ্রুত খুনের ঘটনায় অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের কথাও বলেন।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, অজয় নন্দী, বিজয় নন্দী ও প্রসূন পাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই জমিসংক্রান্ত বিবাদ চলছিল শ্যামের। অভিযোগ, প্রথমে বচসা, তারপরই ধারালো অস্ত্র, লোহার রড ও বাঁশ নিয়ে শ্যামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অভিযুক্তরা। নির্মমভাবে মারধরের জেরে গুরুতর জখম হন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে দুর্গাপুর ইস্পাত



নিহত বিজেপি নেতা শ্যাম দাস।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাকে ঘিরে আরও বিস্ফোরক অভিযোগ পরিবারের। তাঁদের

ধামাচাপা দিতে তৎপর শীর্ষ নেতৃত্ব

দাবি, অভিযুক্তরা ৪ তারিখের পর বিজেপিতে যোগ দেওয়া নব্য বিজেপি কর্মী। পুরনো জমিবিবাদই এই খুনের নেপথ্যে, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্ত বিজয় নন্দী ও প্রসূন পাণ্ডেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে এখনও অধরা অপর অভিযুক্ত অজয় নন্দী। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরের লাউদোহার জব্বরপল্লি এলাকায় ছড়িয়েছে ব্যাপক উত্তেজনা। তবে এখন সর্বত্র আলোচনা বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসা নিয়ে। পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, আমাদেরই কর্মী খুন হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছেন। আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ হচ্ছে। দু'জনকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অতিরিক্ত খড়বোঝাই লরিতে আগুন, বড় বিপদ থেকে রক্ষা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বাজারের মাঝেই খড়বোঝাই চলন্ত লরিতে হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে গাড়িতে থাকা সমস্ত খড়ে। তবে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল সান্ত্রাশ্রম বাজার।



চলছে আগুন নেভানোর কাজ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের কলাগ্রাম থেকে একটি ছয় চাকার লরি অতিরিক্ত খড়বোঝাই করে সান্ত্রাশ্রম বাজারের দিকে আসছিল। বাজারের মধ্যে রাস্তার উপর থাকা বিদ্যুতের তারে ঠেকে গিয়ে শর্ট সার্কিটের জেরে খড়ে আগুন ধরে যায় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান স্থানীয়দের। অতিরিক্ত বোঝাই থাকার কারণেই এই ধরনের দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ছুটে আসেন বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি পাম্প চালিয়ে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু হয়। পাশাপাশি আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজে লাগানো হয় আর্থমুভার। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে লরির কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পুড়ে যায় খড়। তবে সময়মতো আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় বাজারের একাধিক দোকান বড়সড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইন্দাস বিধানসভার বিধায়ক অতিরিক্ত বোঝাই গাড়ি চলাচল নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। ওভারলোডেড গাড়ি দেখলেই কড়া আইনি ব্যবস্থা নিতে বলেন।

বলরামপুরে চুরি-যাওয়া সরঞ্জাম উদ্ধার, ধৃত ২

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বারো-তেরোদিন আগে বড়সড় চুরি হয়। পুলিশ কোনও কিনারা করতে পারছিল না। যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। শেষমেশ মরিয়া হয়ে তদন্তে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল বলরামপুর থানার পুলিশ। একটি গুদাম থেকে চুরি যাওয়া প্রায় সাত লক্ষ টাকা মূল্যের সাউন্ড ও লাইটিং সরঞ্জাম উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩১ অক্টোবর রাতে বলরামপুর থানার অন্তর্গত বেলাগ্রামের একটি গুদাম থেকে দামি সাউন্ড মিক্সার মেশিন, লাইট এবং বিভিন্ন ধরনের লাইটিং সরঞ্জাম ও স্পিকার চুরি যায়। তদন্তে নেমে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তকারী আধিকারিক এএসআই শুভদীপ পালের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী অভিযান চালায়। গ্রেফতার করা হয় বেলাগ্রামের বাসিন্দা শিরিষ দাসের ছেলে সমীর দাস এবং শ্যামনগর গ্রামের বাসিন্দা সুভাষ দাসের ছেলে জগন্নাথ দাসকে। দু'জনেই বলরামপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের দাবি, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জগন্নাথের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭০ হাজার টাকা।





বুড়িমা পুজোর আগেই কৃষ্ণনগরে টোটো নিয়ন্ত্রণ

সংবাদদাতা, নদিয়া : দুর্গাপুজোয় চোরবাগানের দুর্ঘটনার পর সব বড় পুজোতেই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ প্রশাসন। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত বুড়িমা পুজোয় বিপুল ভক্তের আগমন ঘটে। তাই পুজো শুরুর আগেই তৎপর পুলিশ ও প্রশাসন। ভক্তরা যাতে সুষ্ঠুভাবে চাষাপাড়া বারোয়ারির মন্দিরচত্বরে ঢুকতে-বেরোতে পারেন এবং নির্বিঘ্নে প্রতিমা দর্শন করতে পারেন সেই কারণে আজ। বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়েছে টোটো নিয়ন্ত্রণ। আজ থেকে চাষাপাড়া বুড়িমা মন্দিরের নিকট চত্বরে টোটো চলাচলের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করল জেলা পুলিশ প্রশাসন। বিভিন্ন রাস্তায় ব্যারিকেড করে শুরু হয়েছে যান নিয়ন্ত্রণ।

বিসর্জনে জেনারেটরে চুল জড়িয়ে আহত ১ মহিলা

প্রতিবেদন : কালীপুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রায় গিয়ে বিপত্তি। জেনারেটরের সঙ্গে চুল জড়িয়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন এক মহিলা। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। আহত মহিলার নাম সোমা বিন (২৫)। বুধবার ঘটনাটি ঘটে নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়া পেট্রল পাম্প সংলগ্ন সার্ভিস রোডে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিপুর থানার ফুলিয়া মাঠপাড়া বিন পাড়া থেকে কালী প্রতিমা নিয়ে বয়রা গঙ্গার ঘাটের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন পুজো উদ্যোক্তারা। সেই সময়ে জেনারেটরবাহী একটি গাড়িতে বসে ছিলেন ওই মহিলা। হঠাৎ তাঁর চুল জেনারেটরের যন্ত্রাংশে জড়িয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেওয়া হয় গাড়িটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ। তড়িঘড়ি ওই মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে ফুলিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁকে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে মহিলা রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।



থ্যালাসেমিয়া-আক্রান্ত শিশুর জন্য পুলিশের দান

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : আগের সরকারের আমলেই পুলিশ নানা মানবিক উদ্যোগ শুরু করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এ নিয়ে উৎসাহিত করতেন। পুলিশের সেই মানবিক উদ্যোগ আজও চলছে। তাতেই ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানা গ্রামরক্ষী বাহিনী থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত এক শিশুর পরিবারের পাশে দাঁড়াল। সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল থানার কালীপুজোর সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে শিশুটির বাবা আশিস দাসের হাতে ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হল।



সাঁকরাইল ব্লকের রগড়া এলাকার আশিস দাসের নয় বছরের শিশুসন্তান থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। তাকে সুস্থ করে তুলতে প্রয়োজন বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। যার জন্য আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। বিপুল অঙ্কের এই চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে পরিবারটি। এমন পরিস্থিতিতে শিশুটির চিকিৎসার কথা বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পেরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সাঁকরাইল থানা গ্রামরক্ষী বাহিনীর কালীপুজো কমিটি। এদিন আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়ার পাশাপাশি শিশুটির দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন উপস্থিত সকলে।

ওসি সৌমেন সিংহ মহাপাত্র জানান, এই উদ্যোগ তাঁর একার সিদ্ধান্ত নয়, গ্রামরক্ষী বাহিনীর কালীপুজো কমিটির সকল সদস্যের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। সোশ্যাল মিডিয়া-সহ বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা শিশুটির অসুস্থতার কথা জানতে পারি। মাত্র ৯ বছরের এই শিশু সুস্থ হয়ে উঠলে আর পাঁচটা শিশুর মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। তাই আমরা সাধ্যমতো পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিশুটির বাবা বলেন, এইভাবে আমার পাশে দাঁড়ানোর জন্য আপনাদের সকলকে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
13 November, 2026 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
১৩ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

মেচেদায় একটি পরিত্যক্ত সিনেমা হলে আগুন। বাজির আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ড বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান। তবে ঘটনায় হতাহত নেই। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় স্থানীয় মহলে

জোর করে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের দখল নিল বিজেপি

চণ্ডীপুর

প্রতিবেদন : জোর করে তৃণমূলের কার্যালয়ের দখল নিল বিজেপি। পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে এই ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতে তৃণমূলের ওই ব্লক কার্যালয়ের দখল নেয় বিজেপি। রাতের মধ্যে তৃণমূলের পতাকা-কাটআউট সরিয়ে সেখানে টাঙিয়ে দেওয়া হয় বিজেপির পতাকা এবং প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাটআউট। তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য বলেছেন, এক দল লোক সেখানে এসে তাঁদের কার্যালয় থেকে বের করে দেয়। সিসি ক্যামেরা-সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। তৃণমূলের পতাকায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি আরও



উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। অমিয়কান্তির কথায়, রাতের মধ্যে তাঁদের কার্যালয়ের চেহারা পুরোপুরি বদলে যায়। তৃণমূলের নাম ও পতাকার জায়গা নেয় বিজেপির পতাকা। লাগানো হয় প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাটআউট। ঘটনার কথা প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। জানা গেছে, মঙ্গলবার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে ওই এলাকায় ভাইফোঁটার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানের পরেই এই ঘটনা ঘটে। গত ৪ মে রাজ্যে পালাবদলের পরেই শাসক দল বিজেপি নানাভাবে অত্যাচার করে চলেছে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উপর। খুন থেকে শুরু করে নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। তৃণমূলের একাধিক পার্টি অফিস দখল করে নিয়েছে বিজেপি। এবারও একই ঘটনা ঘটল।

নদীতে ভেসে উঠছে মরা মাছ, আতঙ্ক আউশগ্রামে

প্রতিবেদন : ছটপুজোর আর কয়েক দিন বাকি। তার আগেই নদীর জলে ব্যাপক হারে মাছের মড়ক দেখা দিয়েছে। বুধবার সকাল থেকে আউশগ্রামের নদীঘাট সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় ছোট-বড় নানা প্রজাতির অসংখ্য মরা মাছকে জলের উপরে ভেসে উঠতে দেখা যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন নদীপাড়ের বাসিন্দারা। স্থানীয়দের আশঙ্কা, নদীর জলে বিষক্রিয়ায় এই বিপর্যয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছটপুজোর আগে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার ভোর থেকে নদীর বিভিন্ন অংশে মরা মাছ ভেসে ওঠার বিষয়টি নজরে আসে বাসিন্দাদের। ঘাটের আশপাশে ছড়িয়ে ছিল অসংখ্য মরা মাছ। স্থানীয় বাসিন্দা ও মৎস্যজীবীদের কথায়, নদীর ধারে থাকা বিভিন্ন কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য জলে মিশে যাওয়ায় এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। আবার কোনও অসাধু চক্র ইচ্ছাকৃত ভাবে জলে বিষ প্রয়োগ করেছে কি না, সেই সন্দেহও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এদিকে, রবিবার বিকেলে এবং সোমবার সকালে সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করবেন প্রচুর পুণ্যার্থী। ধর্মীয় রীতি মেনে বহু পুণ্যার্থী জলে নেমে সূর্যের পুজো করেন। তার আগে এভাবে মরা মাছ ভেসে ওঠায় আতঙ্কে রয়েছেন পুণ্যার্থীরা। দূষিত জলে স্নান বা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ত্বকের সমস্যা-সহ অন্য শারীরিক অসুস্থতার আশঙ্কা করছেন অনেকে। স্থানীয়দের প্রশ্ন, নদীর জলের গুণমান নিয়মিত পরীক্ষা কেন করা হয় না।



ছটের আগে নদীতে ভেসে উঠল মরা মাছ।

যুবককে পিটিয়ে খুন গ্রেফতার স্ত্রী ও ছেলে

সংবাদদাতা, আসানসোল : পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে মমান্তিক ঘটনা আসানসোলের উত্তর থানার অন্তর্গত চাই গাদা এলাকায়। ছেলের ও মায়ের বিরুদ্ধে পরিবারের কর্তা অর্থাৎ যুবকের বাবাকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই পরিবারে অশান্তি চলছিল। অভিযোগ, এর আগেও একাধিকবার ওই যুবক ও তার মা মিলে ওই ব্যক্তির উপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। কখনও মারধরে তাঁর হাত ভেঙে যায়, আবার কখনও মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। এমনকী একবার তাঁকে বাড়ি থেকেও বের করে দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি প্রতিবেশীদের। স্থানীয়দের কথায়, দীর্ঘদিনের সেই পারিবারিক অশান্তি ও অত্যাচারের চরম পরিণতি ঘটে গেল কালীপুজোর সময়। এবার এমন নির্মমভাবে ওই ব্যক্তিকে মারধর করা হয় যে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উত্তর থানার পুলিশ। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পারিবারিক বিবাদের জেরে কি শেষ পর্যন্ত প্রাণ গেল এক ব্যক্তির? নাকি এই ঘটনার পিছনে রয়েছে আরও গভীর কোনও রহস্য? পুলিশ এখনও অন্ধকারে। গোটা বিষয়টাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মন্দারমণিতে বেআইনি নির্মাণ রুখে দিল স্থানীয়রা

প্রতিবেদন : মন্দারমণিতে চলছিল বেআইনি নির্মাণ। গত প্রায় মাস ছয়েক ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা এর প্রতিবাদ করছিলেন। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন কোনও কথাই কানে নিচ্ছিল না। অবশেষে স্থানীয়রাই কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়ালেন। রুখে দিলেন বেআইনি নির্মাণ। জানা গিয়েছে, মন্দারমণিতে রাতের অন্ধকারে হোটেলে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছিল। তা প্রকাশ্যে আসতেই রুখে দাঁড়ালেন স্থানীয় মানুষজন। চাপে পড়ে পুলিশও পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। ১১ জনকে আটক করেছে মন্দারমণি থানার পুলিশ।



জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে মন্দারমণিতে একের পর এক কংক্রিটের মশলা বোঝাই গাড়ি এলাকায় প্রবেশ করতে দেখেন স্থানীয় মানুষজন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা মাঝরাস্তাতেই গাড়িগুলিকে আটকে দেন। এরপর গাড়িগুলিকে আটকে শুরু হয় বিক্ষোভ। ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশ। আটক করা হয় ১১ জনকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতের অন্ধকারে মন্দারমণির একটি হোটেলে অবৈধ নির্মাণ চলছিল। হোটেলটি সৈকত থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে কাজ চালাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। আর তা জানার পরেই পদক্ষেপ করে এলাকার লোকজন। জানা গিয়েছে, অনুমতি ছাড়াই এই কাজ চলছিল। যা আপাতত বন্ধ করা হয়েছে স্থানীয়দের তৎপরতায়।

শোভনদেবের মর্যাদা নিয়ে

(প্রথম পাতার পর)

স্পিকারের সিদ্ধান্তে আদালত হস্তক্ষেপ করবে কি না, আর করলে পরবর্তী সাংবিধানিক ও বিধানসভার প্রক্রিয়া কী হবে, তা নিয়েই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানিতে শোভনদেবের মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। স্পিকারকে চেয়ারে বসানোর সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শোভনদেবের হাত ধরা কি নিছক সৌজন্য, নাকি তাঁকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ইঙ্গিত? বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে এই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়লেন চাটন ঋতর আইনজীবী। প্রবীণ বিধায়ককে নিয়ে কেন 'ছেলেখেলা' করা হচ্ছে, তা নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করেন বিচারপতি।

শুনানির শুরুতেই বিধানসভার অধিবেশনের একটি বিশেষ মুহূর্তের প্রসঙ্গ ওঠে। স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসুকে তাঁর চেয়ারে বসানোর সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। দুজনে মিলে স্পিকারের হাত ধরে তাঁকে আসনে বসান। এই ঘটনাকে শোভনদেবের বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অন্যতম ইঙ্গিত বলে দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু আদালতে সেই যুক্তি মানতে চাননি চাটন শিবিরের আইনজীবী। তাঁর বক্তব্য, ওই সময় বিধানসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত ছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে 'লিডার অফ দ্য হাউস' হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, শোভনদেব ছিলেন বিধানসভার প্রবীণতম বিধায়ক। সংসদীয় রীতি মেনেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে স্পিকারকে চেয়ারে বসানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হাত ধরা ছিল নিছক সৌজন্য। এর সঙ্গে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতির কোনও সম্পর্ক নেই।

এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননি বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। তাঁর প্রশ্ন, শোভনদেব যদি বিরোধী দলনেতা না-ই হন, তা হলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে ছবি তুললেন কেন? ছবিতে তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী মামলাকারীর হাত ধরে রয়েছেন। এর ব্যাখ্যা কী? এর পরেই বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'আপনারা কি সেই মানুষটির সঙ্গে খেলছেন? আজ ওঁকে বিরোধী দলনেতা, কাল অন্য কেউ! প্রবীণ বলে কেন তাঁকে টানলেন? আবার কোথায় টানলেন?'

অব্যবস্থা, পরিষেবা নেই আসানসোল ইএসআইতে

প্রতিবেদন : প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা মিলছে না। আসানসোল ইএসআই হাসপাতালে চলছে এমনই অব্যবস্থা। যাঁরা এই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসছেন, তাঁদের কথায়, উন্নত চিকিৎসার জন্য রোগীদের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হচ্ছে না। ডায়ালিসিসের পরিষেবা না-পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন রোগীরা। এমনকী সাধারণ চিকিৎসা পেতেও রোগীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই অবস্থায় ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে আসানসোল ইএসআই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।



পরিষেবা না-পেয়ে ক্ষুব্ধ শ্রমিক-কর্মীরা। বারবার হাল ফেরানোর আবেদন জানানো হলেও অবস্থার উন্নতি হচ্ছে । আসানসোল শিল্পাঞ্চলের একাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংস্থার ঠিকা শ্রমিকদের দৈনন্দিন চিকিৎসা পরিষেবা দিতে আসানসোল সেন র‍্যা লে রোডে একটি ইএসআই হাসপাতাল রয়েছে। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে এই হাসপাতাল থেকে উপযুক্ত পরিষেবা মিলছে না বলে জানিয়েছেন রোগীরা। নিত্যদিন এ নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে ক্ষোভ জানাচ্ছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা। দিন কয়েক আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। অন্য হাসপাতালে গাঁটের কড়ি খরচা হচ্ছে। একসময়ে হাসপাতালে নিয়মিত ডায়ালিসিস করা হয়েছে। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে সেই পরিষেবাও বন্ধ। ফলে রোগীরা ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। বেসরকারি হাসপাতালে প্রচুর টাকা খরচ করে ডায়ালিসিস করাতে হচ্ছে। জানা গেছে, ইএসআই-এর যে পোর্টালের মাধ্যমে ওই রোগীদের অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়, সেই পোর্টালটি বন্ধ রয়েছে। ফলে আরও সমস্যায় পড়ছেন রোগীরা। যার কোনও সদুত্তর নেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে।

দিল্লি দরবার

13 November, 2026 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

ভারতে আসার জন্য ভিসার আবেদনপত্রে ১৩টি বিভাগের বদলে এবার থেকে পূরণ করতে হবে ৯টি বিভাগ। অর্থাৎ বিদেশিদের ভিসা প্রক্রিয়া আরও সরল করল সরকার। ট্যুরিস্ট ভিসার নাম বদলে রাখা হচ্ছে ভিজিটর্স ভিসা

নথিভুক্ত করা হল অভিযোগের বয়ান

কেরলে ঘুষ-কাণ্ডে তদন্ত শুরু জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে

তিরুবনন্তপুরম: প্রবল অস্বস্তিতে জ্ঞানেশ কুমার। ভোটচুরির অভিযোগে তাঁকে অপসারণের দাবিতে যখন উত্তাল গোটা দেশ, ঠিক তখনই ঘুষ-কাণ্ডে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে দিল কেরলের দুর্নীতি দমন শাখা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের বয়ানও নথিভুক্ত করল ভিজিল্যান্স ও দুর্নীতি দমন ব্যুরো। এবার আনুষ্ঠানিক এফ আই আর দায়েরের পালা। লক্ষণীয়, ২ কোটি টাকা ঘুষ চাওয়ার মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে।

প্রায় ২০ বছর আগের ঘটনা। ১৯৮৮ ব্যাচের আইএএস অফিসার জ্ঞানেশ কুমার তখন কেরলের পূর্ত দফতরের সচিব। বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ২১৫ কোটি টাকার একটি সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের বিল মেটানোর শর্ত হিসেবে তিনি ২ কোটি টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন বলে অভিযোগ। প্রকল্পের সাব-কন্ট্রাক্টর ভিও সজনের দাবি, মূল ঠিকাদারি সংস্থা 'পার্টি-বেল'এর চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার মালয়েশীয় ইঞ্জিনিয়ার লি সি বিনের কাছে এই ঘুষ চেয়েছিলেন জ্ঞানেশ কুমার। লি সি বিন পরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। অভিযোগ, তাঁর সুইসাইড নোটে নাম ছিল সেই সময়ের পূর্ত সচিব জ্ঞানেশ কুমারের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তখন তোলপাড় হয়েছিল কেরলের সরকারি এবং রাজনৈতিক মহল।

এবার এফ আই আর!



তদন্ত শুরু হলেও ২০০৬ সালে লি-র মৃত্যু এবং কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে জ্ঞানেশ দিল্লিতে বদলি হয়ে যাওয়ার পরে থমকে দাঁড়ায় সেই তদন্ত। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, অনিয়মের প্রমাণ না মেলার অজুহাতে বন্ধ করে দেওয়া হয় মামলাটি। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ সরকার কেরলে ক্ষমতায় আসার পরে এই মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়টি ফের সামনে আসে। আবার নতুন করে তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। কেরলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ চেন্নিথালা এ বিষয়ে পরামর্শ নেন মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশনের। তারপরেই দুর্নীতি দমন আইনের ১৭(এ) ধারায় তদন্তের নির্দেশ দেন তিনি।

কোন পথে তদন্ত? একটি বিশেষ দল গঠন করেছে ভিজিল্যান্স বিভাগ। ইতিমধ্যেই ভিজিল্যান্স অফিসারদের মুখোমুখি হয়েছেন সাব-কন্ট্রাক্টর ভিও সজন। রেকর্ড করা হয়েছে তাঁর বয়ান। শুধু তিনি নন, এই মামলায় আরও এক সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। পাশাপাশি প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় নথি চেয়ে পাঠানো হচ্ছে কেরল স্টেট ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। অভিযোগের সপক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ জোগাড় করার পরেই দায়ের করা হবে জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক এফ আই আর।

মোদি সরকারের চরম ব্যর্থতা

কর্মসংস্থানের দৈন্য মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রাক্ কোভিড-পর্ব

নয়াদিল্লি: বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াই এবং কর্মসংস্থানের ফাঁকা বুলি আউড়ে যখন নিজেদের অপদার্থতা আর ব্যর্থতা চাপা দিতে মরিয়া মোদি সরকার এবং বিজেপি, তখন এক ভয়াবহ তথ্য বেআব্রু হয়ে গেল সমীক্ষা রিপোর্টে। দেখা যাচ্ছে অক্টোবর মাসে দেশের কর্মসংস্থানের হার এতটাই বিপজ্জনক হারে কমে গিয়েছে যে তা কার্যত আবার ফিরে গিয়েছে করোনাকালের ঠিক আগের অবস্থায়। লক্ষণীয়, সাম্প্রতিকতম তথ্যের দাবি, অক্টোবর মাসে কর্মসংস্থানের হার দাঁড়িয়েছে ৩৯.৩শতাংশ। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে কর্ম সংস্থানের হার ছিল ৩৯.৭ শতাংশ। বেকারত্বের হারেও চরম উদ্বেগজনক সংকেত। মাত্র একমাস আগে অর্থাৎ সেপ্টম্বরে এর হার ছিল ৪ শতাংশ। অক্টোবরেই এক ধাক্কায় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৭ শতাংশ। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, গত ৯ বছরে এই হার সবথেকে কম। এই তথ্য এবং পরিসংখ্যানই প্রমাণ করছে, কেন্দ্রে মোদি সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকারের অপদার্থতায় বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানে দুরবস্থা কতটা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।



তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বেসরকারি সংস্থা সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি রীতিমতো তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরে এবং তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে বারবারই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে দেশের কর্মসংস্থান এবং অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির আসল ছবি। কিন্তু তা থেকে সতর্কবার্তা গ্রহণ না করে উল্টে এই সিএমআইই-এর উপরে ব্যাপক চটেছে মোদি সরকার। এই সংস্থার সমীক্ষা রিপোর্ট তারা মানে না বলে জানিয়ে দিয়েছিল। এবারে কিন্তু মহাফাঁপরে পড়ে গিয়েছে বিজেপি। দেখা যাচ্ছে, ওই বেসরকারি সংস্থার বেকারত্বের রিপোর্ট এবং সরকারের শ্রম দফতরের সমীক্ষা রিপোর্ট প্রায় অভিন্ন।

তাই অস্বীকার করার কোনও উপায়ই নেই মোদি সরকারের। সরকারি রিপোর্টেই স্বীকার করা হয়েছে শহরাঞ্চলে বেকারত্বও রীতিমতো বিপজ্জনক। দেশে কমেছে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগও।

আরও একটি বিষয়ও উঠে এসেছে সমীক্ষায়। গ্রামাঞ্চলে উৎসবের মরশুমে এবার বাজার এতটাই খারাপ হয়েছিল যে ভোগ্যপণ্যের দাম ছিল কার্যত সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। এর দায়ও কি অস্বীকার করতে পারবে মোদি সরকার?

ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল গণধর্ষিতাকে

পাটনা: অজস্র হুমকি, চোখরাঙানি। তবুও মাথানত করেননি নির্যাতিতা। তাঁকে গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কিছুতেই মামলা প্রত্যাহার করেননি তিনি। শেষপর্যন্ত গভীর রাতে তাঁর বাড়িতে ঢুকে টেনেহিঁচড়ে বের করে ছাদে নিয়ে গিয়ে দুষ্কৃতীরা তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচে। হাসপাতালে এখন মৃত্যুর মুখোমুখি নির্যাতিতা। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে বিজেপি-শাসিত বিহারে বেগুসরাইয়ের চকিয়া থানা এলাকায়। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।

কেজরিওয়াল ও তাঁর কন্যাকে প্রাণনাশের হুমকি, দাবি ৭ কোটি

নয়াদিল্লি : প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হল দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তাঁর মেয়ে হর্ষিতা কেজরিওয়ালকে। ৭ কোটি টাকা না দিলে দু'জনকে খুন করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। নেপথ্যে কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হাত আছে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দিল্লির তিলকনগরের আপ বিধায়ক জার্নেল সিংয়ের কাছে প্রথমে ফোনে এবং পরে হোয়াটসঅ্যাপে হুমকিবার্তা আসে। ফোনের অপর প্রান্তে থাকা নিজেকে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য বলে দাবি করে। এই ঘটনার কথা জানিয়ে পাঞ্জাবের মোহালি থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বিধায়ক জার্নেল সিং।

কিশতওয়ারের জঙ্গলে নিহত ২ নিখোঁজ পুলিশকর্মী

শ্রীনগর: সরকারিভাবে স্পষ্টভাবে কিছু বলা না হলেও সম্ভবত জঙ্গি হামলার পরিণতি। বুধবার বিকেলে জঙ্গল থেকে আচমকাই ভেসে এসেছিল গুলির আওয়াজ। তারপর থেকেই কোনও হদিশ মেলেনি টহলরত দুই স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসারের। সমস্যা হচ্ছিল মোবাইলের নেটওয়ার্কেরও। শেষে ঘন জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে দেখা গেল, পড়ে রয়েছে ওই দু'জনের রক্তাক্ত দেহ। কিছুটা দূরেই পড়েছিল বন্দুক। পুলিশের বক্তব্য, কাশ্মীরের দুর্গম দাচ্ছান এলাকার কিয়ারগ্রাম থেকে সেনা পোস্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন দুই পুলিশকর্মী বাবি চাঁদ এবং রসপাল কুমার। স্থানীয় পুলিশ স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপের দুই সদস্য মারুয়ার ধর্না এলাকার সেনা পোস্টে যাওয়ার সময় নিখোঁজ হয়ে যান। আশপাশের এলাকায় খুঁজতে শুরু করে পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী। এরপর বৃহস্পতিবার কিশতওয়ার থেকে উদ্ধার হল তাঁদের দেহ। ওই দুই পুলিশকর্মীর সঙ্গে থাকা আগ্নেয়াস্ত্রগুলি খুঁজে পাওয়া যায়নি। জঙ্গিদের গুলিতেই বাবি ও রসপাল নিহত হয়েছেন বলে প্রাথমিক অনুমান।



সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে টহলদারির দায়িত্বে থাকা ওই দুই পুলিশ কর্মীর নিখোঁজ হওয়ার খবর আসা মাত্রই আশঙ্কা বাড়ছিল। ধর্না পোস্টের দিকে যাওয়ার সময় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কিছু সময় পরেই ওই এলাকায় গুলির শব্দ শোনা যায়। কয়েক ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজি পর এদিন সকালে দেহ উদ্ধার হয়। দুই পুলিশকর্মীর সঙ্গে থাকা একটি ইনসাস এবং একটি পয়েন্ট ৩০৩ রাইফেল অবশ্য পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে যখন ওই দুই সহকর্মী নিজেদের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছিলেন তখনই সেই এলাকায় থাকা জঙ্গিরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। একজনের পিঠে ও অন্যজনের মাথায় গুলি লেগেছে। হামলাকারীদের সঠিক পরিচয় জানতে শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি। ভূস্বর্গে জঙ্গি সক্রিয়তা ফের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। কারণ বুধবারই কুলগামে সিআরপিএফ ক্যাম্পে জখম হয়েছেন ৩ জওয়ান। জঙ্গিরা মোটর বাইকে চেপে এসে গুলি চালালে পাল্টা জবাব দেয় সিআরপিএফ। চম্পট দেয় হামলাকারীরা।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পাশে আছে

এতদিন চিনা ঋণের ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছিল বিশ্বের বহু দেশ। কিন্তু এবার ঋণের গোলকধাঁধায় পথ হারাতে বসেছে বেজিংও! ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছেন ড্রাগনভূমির লাখ লাখ মানুষ

ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে আশায় কেন্দ্র?

বিশেষ অধিবেশন ডাকার ভাবনা

নয়াদিল্লি: ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে এখনও আশা জিইয়ে রেখেছে মোদি সরকার। রাজধানীতে এসআইআর বাতিলের দাবি ও জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে আন্দোলনের চাপে এই সংক্রান্ত পরিকল্পনা ধাক্কা খেলেও সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিল পাশে মরিয়া বিজেপি সরকার তলায় তলায় প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন করে মহারাষ্ট্রে শারদ পাওয়ারের এনসিপিকে বিরোধী জোট থেকে সরিয়ে প্রফুল প্যাটেলদের গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত করে এনডিএ শিবিরে নিয়ে আসার চেষ্টা লাগাতার চালিয়ে যাচ্ছেন অমিত শাহ।

জানা গিয়েছে, ডিলিমিটেশন বিল পাশ করানোর উদ্যোগ হিসাবে ফের বড়সড় রাজনৈতিক চাল নিতে পারে নরেন্দ্র মোদি সরকার। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক সংশোধনী বিল পাশ করাতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই বিলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিষয়টিও। তবে এই দুটি ইস্যুকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে আগে থেকেই আপত্তি তুলতে শুরু করেছে বিরোধী শিবির। সূত্রের খবর, চলতি মাসেই সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগেরবার লোকসভায় প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় বিল পাশ করাতে ব্যর্থ হয়েছিল সরকার। মুখ পোড়ে মোদি-শাহের। এবার সেই পরিস্থিতি এড়াতে আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব।



তৃণমূল, শিবসেনা-সহ একাধিক বিরোধী দলকে টুকরো করা বিজেপির এই পরিকল্পনারই অংশ। তামিলনাড়ুতে ডিএমকের সমর্থন আদায়েরও চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রের শাসক দল।

ডিলিমিটেশন অর্থাৎ জনসংখ্যা ও নির্ধারিত সাংবিধানিক কাঠামোর ভিত্তিতে লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্নির্ধারণ। এর ফলে সংসদে বিভিন্ন রাজ্যের আসনসংখ্যায় পরিবর্তন আসতে পারে। কেন্দ্রের যুক্তি, মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর করতে এই সংশোধনী প্রয়োজন। কিন্তু বিরোধীদের আশঙ্কা, জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন পুনর্বিন্যাস হলে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে অনেক বেশি আসন বাড়বে। তাতে সরাসরি লাভবান হবে বিজেপি। অন্যদিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভারসাম্যও বিঘ্নিত হতে পারে বলে দাবি বিরোধীদের।

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে লোকসভায় প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক সংশোধনী বিল আটকে যায়। এবার নতুন করে বিল পাশ করানোর উদ্যোগে রাজনৈতিক আলোচনা আরও জোরদার হয়েছে। তবে বিশেষ অধিবেশনের দিনক্ষণ নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। কেন্দ্রের এই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত কতটা সফল হয়, সেটাই এখন দেখার।

পুড়ে গেল প্রতিমা

প্রতিবেদন : প্রতিমা বিসর্জন করতে যাওয়ার পথে বিপত্তি। বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে কালীপ্রতিমা। স্থানীয়দের চেষ্টায় আগুন নেভানো হলেও ততক্ষণে পুড়ে খাক হয়ে যায় মূর্তিটি। শান্তিপুর ব্লকের ফুলিয়া বেলগড়িয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েতের বয়রা এলাকার ঘটনা। প্রায় ৩০ বছরের পুরনো পুজোয় এমন দুর্ঘটনা ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ উদ্যোক্তা ও এলাকাবাসীদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বয়রা এলাকায় প্রায় তিন দশক ধরে সাধনা কালীর পুজো হয়ে আসছে। এবারও নিয়ম মেনে পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। তবে গত বছরের তুলনায় এবারের প্রতিমার উচ্চতা প্রায় দু ফুট বেশি ছিল। মণ্ডপে প্রতিমা নিয়ে আসার সময় কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু পুজো শেষে বিসর্জনের জন্য প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার সময় মাঝপথে ঘটে দুর্ঘটনা। আচমকা আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। আশপাশ থেকে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু ততক্ষণে প্রতিমার বেশ কিছুটা অংশ পুড়ে যায়। প্রতিমার উচ্চতা গতবারের তুলনায় বাড়ানোই দুর্ঘটনার কারণ হয়েছে বলে মনে করছেন আয়োজক কমিটির সদস্যরা।

আমার কণ্ঠরোধ

(প্রথম পাতার পর) জেদ আর সংকল্পকে টলানো যাবে না। বাংলা-বিরোধীদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যা পারে করুক আমি অন্যায়ের কাছে, বেইমান বহিরাগত বাংলা-বিরোধীদের কাছে মাথা নত করব না, এক ইঞ্চিও পিছু হটব না।

এই ঘটনায় সরব হয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র তথা বিধায়ক কুণাল ঘোষও। তাঁর কথায়, বুলডোজার দিয়ে মানুষের মন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মোছা যাবে না! তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, 'জাগোবাংলা' স্ট্যান্ড ভাঙা হয়েছে বলে আমরা এলাকা থেকে অভিযোগ পেয়েছি। এভাবে 'জাগোবাংলা'কে মন থেকে মুছে ফেলা যাবে না। 'জাগোবাংলা' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্র। একটা স্ট্যান্ড ভাঙবেন, আরও হাজারটা স্ট্যান্ড তৈরি হবে। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মানকে উচ্ছন্নে পাঠিয়ে শহিদ বেদি ভাঙা হয়েছে।

এর পরে অভিষেকের বাড়ির সামনে থাকা গেট ভাঙা প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে হামলা-ভাঙচুরের আশঙ্কা করা হচ্ছিল, এমনও খবর আসছিল, বুলডোজার বসিয়ে এই ধরনের একটা দৃশ্যের অবতারণা করা হতে পারে। যদি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা মনে করতেন, তাঁরা বাধা দিতে পারতেন, এটা কিন্তু করা হয়নি। তার কারণ, যখনই এ ধরনের খবর আসে তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথা বলেন। কোনও রকম বাধা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একটা সময়ে পুলিশকর্মীদের বসার জন্য একটা ছাউনি করা হয়েছিল। এখন সেটা যখন লাগছে না, তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উদারতা দেখিয়ে খুলে দিতে বলেছিলেন, তাঁর নিজের লোকদেরই বলেছেন। কারণ, এখন পুলিশ নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে, ফলে পুলিশ কর্মীদের এখন বসতে হচ্ছে না। অকারণে এই বুলডোজার আনার, বুলডোজার রাজনীতিটাকে দেখাবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

কুণালের কথায়, মানুষ দেখুন যে এরা বুলডোজার কোথায় কোথায়, কীভাবে চালাচ্ছে। মানুষ দেখছে, তারাই বিচার করবেন। এই বুলডোজার দিয়ে আর যা-ই হোক, মানুষের মন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুছে ফেলা যাবে না। যে রাষ্ট্রশক্তির অপপ্রয়োগ এরা করছেন, মানুষ সেদিকে নজর রাখছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি মানুষের সমর্থন ক্রমশ আরও বাড়ছে।

বাংলাদেশে লাগাতার অশান্তি

ঢাকা: অগ্নিসংযোগ, বোমা বিস্ফোরণ এবং শ্রমিক অসন্তোষে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বাংলাদেশ। ডিসেম্বরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফেরার সময় যত এগিয়ে আসবে তত সেদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার আশঙ্কা। রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক যানবাহনে আগুন লাগানো, ককটেল বিস্ফোরণ এবং সংঘর্ষের ঘটনায় সাধারণ মানুষের আতঙ্ক বাড়ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে প্রশাসন। গত কয়েকদিনে বাংলাদেশে একাধিক বাস ও অন্যান্য যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের খবরও সামনে এসেছে। এসব ঘটনায় প্রাণহানি ও গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটছে। পরিবহণ কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ যাত্রী— সকলের মধ্যেই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার সকালে কুষ্টিয়ায় ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক ও সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য নুসরাত তাবাসসুম জ্যোতির পৈতৃক বাড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এই হামলায় তাঁর বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে এনসিপি সন্দেহ করছে যে, এই হামলার পেছনে আওয়ামি লিগ কর্মীরা জড়িত থাকতে পারে।

অন্যদিকে, পোশাক শিল্পের শ্রমিক অসন্তোষ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবিতে ঢাকার মিরপুর, গাজিপুর, সাভার ও আশুলিয়া-সহ একাধিক শিল্পাঞ্চলে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন শ্রমিকেরা। বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, রাস্তা অবরোধ এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। কোথাও কোথাও সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তিতেও আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে।পরিস্থিতি সামাল দিতে নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করেছে বাংলাদেশ সরকার। পাশাপাশি ঢাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন, টহলদারি এবং তল্লাশি অভিযান বাড়ানো হয়েছে। অগ্নিসংযোগ ও বিস্ফোরণের ঘটনায় একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। প্রশাসনের অভিযোগ, শ্রমিক আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে কিছু দুষ্কৃতী নাশকতার চেষ্টা চালাচ্ছে। রাজনৈতিক উত্তেজনা, শ্রমিক অসন্তোষ এবং ধারাবাহিক নাশকতার আবহে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে।

কেরলে শিগেলা-আতঙ্ক

মালাপ্পুরমে আক্রান্ত ৮০, বাড়ছে সংক্রমণ

তিরুবনন্তপুরম: ডেঙ্গি, নিপার আতঙ্কের মধ্যেই এবার নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে শিগেলা সংক্রমণ। কেরলের মালাপ্পুরম জেলায় এখনও পর্যন্ত ৮০ জনের শরীরে এই ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। সংক্রমণ মোকাবিলায় সতর্ক স্বাস্থ্য দফতর। তিনটি এলাকায় নতুন করে সংক্রমণের খবর সামনে আসতেই বাড়ানো হয়েছে নজরদারি ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ভি



বিনোদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে মালাপ্পুরমে মোট ৮০ জন শিগেলায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আটজন আক্রান্তের সংস্পর্শে এসে সংক্রমিত হয়েছেন। আরিকোড, পুলপাট্টা এবং এদাভান্না এলাকায় নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জরুরি বৈঠক করেছে জেলাস্তরের র‍্যাপিড রেসপন্স টিম।

শিগেলা হল এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া, যা মূলত পেটের সংক্রমণ ও ডায়ারিয়ার কারণ। দূষিত পানীয় জল, বাসি খাবার কিংবা ঠিকমতো রান্না না করা খাবারের মাধ্যমে এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির মলের সংস্পর্শ থেকেও ছড়াতে পারে সংক্রমণ। বিশেষ করে শিশুরা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। সংক্রমণের এক থেকে দু'দিনের মধ্যেই উপসর্গ দেখা দিতে পারে। প্রবল ডায়ারিয়া, মলের সঙ্গে রক্ত বা পুঁজ, পেটে তীব্র যন্ত্রণা, জ্বর, বমি এবং শরীরে জলের ঘাটতি— প্রধান উপসর্গ। সময়মতো চিকিৎসা না হলে কিডনি ও মস্তিষ্কে গুরুতর জটিলতা তৈরি হতে পারে। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বাস্থ্য দফতর, স্থানীয় প্রশাসন ও খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে খাবার তৈরি, সংরক্ষণ ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে তল্লাশি চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে। সংক্রমিত এলাকাগুলিতে আপাতত গণভোজের অনুষ্ঠানেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

কেরল প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকে ফুটিয়ে ঠান্ডা করা জল পান, টাটকা ও ভালোভাবে রান্না করা খাবার খাওয়া এবং নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ডায়ারিয়া হলে দ্রুত ওআরএস খাওয়ানোর পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অযথা আতঙ্কিত না হয়ে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে রাজ্য সরকার।

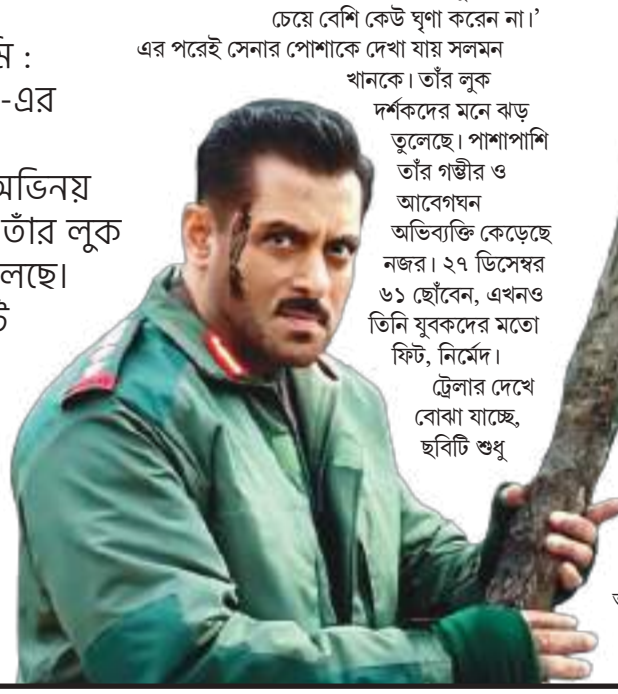
সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত শাহরুখ খানের 'কিং' ছবিটি মুক্তি পাবে ২৪ ডিসেম্বর। অভিনয় করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন, সুহানা খান, অভিষেক বচ্চন প্রমুখ। সুর করেছেন শচীন-জিগর



মাতৃভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস

সামনে এসেছে 'মাতৃভূমি : মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস'-এর ট্রেলার। ছবিতে আদর্শ সেনাকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সলমন খান। তাঁর লুক দর্শকদের মনে ঝড় তুলেছে। আশা করা যায়, ছবিটি বক্স অফিসে তুমুল সাফল্য পাবে, প্রত্যাশা পূরণ করবে অগণিত অনুরাগীর। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

দীপাবলি উৎসবের আবহেই সামনে এসেছে বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'মাতৃভূমি : মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস'-এর ট্রেলার। ছবিতে একজন আদর্শ সেনাকর্তা অর্থাৎ কর্নেল বি সন্তোষ বাবুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বলিউড তারকা সলমন খান। কী আছে সাড়ে চার মিনিটের টানটান ট্রেলারে? শুরুতেই রয়েছে যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে এক গভীর বার্তা। পর্দায় ভেসে উঠেছে বলিউড টাইগারের কণ্ঠস্বর-- 'যে সৈনিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, যুদ্ধকে তাঁর চেয়ে বেশি কেউ ঘৃণা করেন না।' এর পরেই সেনার পোশাকে দেখা যায় সলমন খানকে। তাঁর লুক দর্শকদের মনে ঝড় তুলেছে। পাশাপাশি তাঁর গম্ভীর ও আবেগঘন অভিব্যক্তি কেড়েছে নজর। ২৭ ডিসেম্বর ৬১ ছোঁবেন, এখনও তিনি যুবকদের মতো ফিট, নির্মেদ।



ট্রেলার দেখে বোঝা যাচ্ছে, ছবিটি শুধু যুদ্ধের গল্প বলবে না। যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরের জীবনে সলমনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা সিংহের সম্পর্কের নানা মুহূর্ত ধরা পড়েছে। প্রসঙ্গত, ছবিতে সলমনের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চিত্রাঙ্গদা। তবে সেই শান্তির আবহ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। মুহূর্তের মধ্যেই বদলে যায় দৃশ্যপট। শুরু হয় গোলাগুলি, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধের ভয়াবহ সব দৃশ্য। ঝলকের শেষ দিকে দেখা যায়, ফোনে কোনও দুঃসংবাদ পাওয়ার পর কান্নায় ভেঙে পড়েছেন চিত্রাঙ্গদার চরিত্রটি। কী এমন খবর পেলেন তিনি? সলমনের চরিত্রের পরিণতি কি তবে মর্মান্তিক? সেই প্রশ্নই উসকে দিয়ে শেষ হয়েছে ঝলকটি। শেষে সলমনের মুখে একটি সংলাপ শোনা যায়, 'মৃত্যুকে কীসের ভয়! সে তো আসবেই!' ঝলকের শেষে সলমনের এই সংলাপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন দর্শকেরা।

'মাতৃভূমি : মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস' ছবিটির পথচলা মোটেই মসৃণ ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে 'ব্যাটেল অফ গালওয়ান' নাম থেকে শুরু করে বেজিংয়ের আপত্তি, সেন্সর বোর্ডের জটিলতা এবং পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন— একের পর এক বাধায় জর্জরিত হয়েছিল নির্মাতাদের এই প্রয়াস। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, অনুরাগীরাও প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত আইনি ও প্রযুক্তিগত আইটেম পেরিয়ে সেন্সর বোর্ডের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর জানা গিয়েছে, আগামী ৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ব জুড়ে মুক্তি পেতে চলেছে বড় বাজেটের ছবিটি।





ট্রেলার মুক্তির আনন্দঘন মুহূর্তেই সলমন ঘোষণা করেছেন, আসমুদ্রহিমাচলের যে সমস্ত বর্ষীয়ান নাগরিক ৭৫ বছরের কোঠা পেরিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা মাত্র ১১ টাকা টিকিটের বিনিময়ে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে এই দেশাত্মবোধক সিনেমাটি উপভোগ করতে পারবেন। প্রবীণদের প্রতি সম্মান জানিয়ে ভাইজানের এহেন পদক্ষেপে উচ্ছ্বসিত তাঁর অগুণতি অনুরাগী।

বলিউডের অন্দরে সলমনকে নিয়ে বিতর্ক কিংবা তাঁর 'দাবাং' ইমেজের কথা নতুন নয়। অনেকেই তাঁকে একরোখা বলে মনে করেন, আবার অতীত বিতর্কের জেরে কারও কেরিয়ার ভেস্তে দেওয়ার অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে বহুবার। তবে এই সমস্ত কটাক্ষ ও নেতিবাচক চর্চাকে ছাপিয়ে সলমনের বিয়িং হিউম্যান মনোভাব এবং জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ বারবার আলোয় এসেছে। দুঃস্থদের চিকিৎসা, দুঃসময়ে দিনমজুর কলাকুশলীদের পাশে দাঁড়ানো কিংবা বিনোদন জগতের প্রবীণ সদস্যদের শ্রদ্ধা জানানো— বলিউড ভাইজান বারবার নিজের মানবিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। আর এবার দেশাত্মবোধক ছবির মাধ্যমে প্রবীণদের সম্মান জানানোর এই অনন্য প্রয়াস নিঃসন্দেহে এক নতুন নজির গড়ল।

শোনা গিয়েছিল, ভারত-চিন কুটনৈতিক সম্পর্কে যাতে প্রভাব না পড়ে, তার জন্য নাকি সরকারের তরফে ছবির নাম এবং চিত্রনাট্য বদলানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল নির্মাতাদের। আর সেই কারণে এতদিন মুক্তি আটকেছিল। সত্যিই কি তাই? এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন সলমন। তাঁর মন্তব্য, এই যে একটা বয়ান তৈরি করা হয়েছে যে, আমরা চিনের বিরুদ্ধে কিছু দেখাচ্ছি কিংবা সরকার আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে চিত্রনাট্য বদলানোর জন্য, নতুন করে লেখার জন্য— এগুলো সম্পূর্ণ ভুল কথা। এর কোনও সত্যতা নেই। আমরা ছবিটি তৈরি করেছি সেনাদের নিয়ে। দেখাতে চেয়েছি, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের কী কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তাঁদের পরিবারকে কী কী সহ্য করতে হয়। দুই দেশের সেনা এবং তাঁদের পরিবারের এহেন অভিজ্ঞতাগুলিই তুলে ধরা হয়েছে ছবিতে। যার মধ্যে কোনও নেতিবাচকতা নেই। নেতিবাচক পরিস্থিতি রয়েছে, এই যা।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের জুন মাসে গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চিন সীমান্তে সংঘটিত সংঘাতের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে ছবিটি। শিব অরুর-এর নন-ফিকশন বই 'ইন্ডিয়াস মোস্ট ফিয়ারলেস' অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখেছেন চিন্তন গান্ধী। পরিচালনা করেছেন অপূর্ব লাখিয়া। সলমন খান ফিল্মসের ব্যানারে প্রযোজনা করেছেন সালমা খান। গানগুলো সুরের রঙে রাঙিয়েছেন হিমেশ রেশামিয়া। প্রতিটি গান মন ছুঁয়ে গেছে শ্রোতাদের।

সলমন খানের গত কয়েকটা ছবি বক্স অফিসে আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। সেই কারণে কিছুটা ব্যাকফুটে তিনি। আশা করা যায়, বহু প্রতীক্ষিত এই ছবিটি বক্স অফিসে তুমুল ঝড় তুলবে, প্রত্যাশা পূরণ করবে অগণিত অনুরাগীর এবং সলমন খান পুনরায় ফিরে পাবেন তাঁর হারানো জায়গা।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পক্ষে সংবাদ



চিনের তারকা ডং তিয়ান ইয়াওকে হারিয়ে কুমামোতো মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য সেন

মাঠে ময়দানে

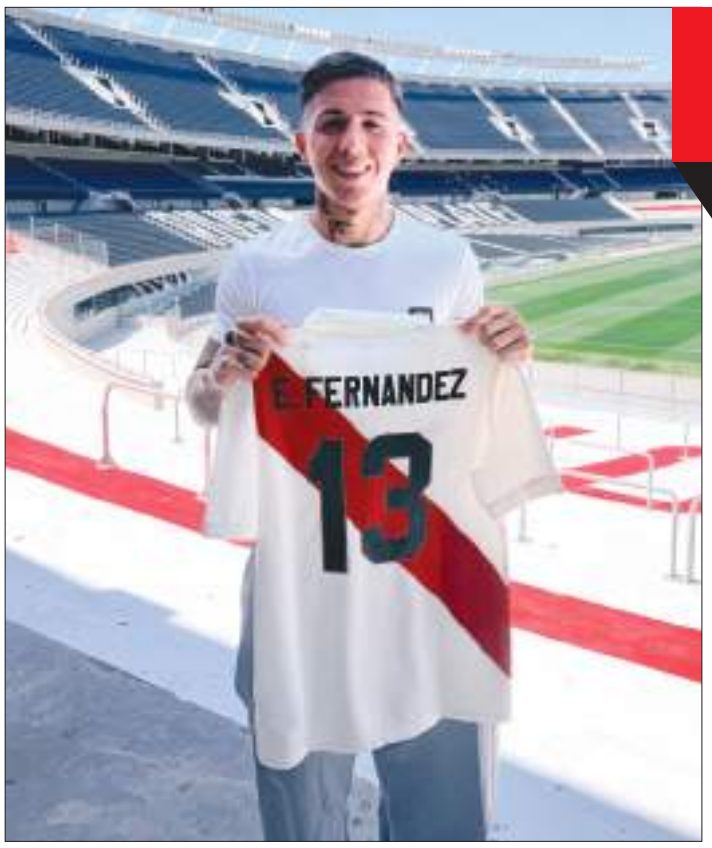
13 November, 2026 • Friday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩

১৩ নভেম্বর ২০২৬

শুক্রবার

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...



নিজের প্রাক্তন ক্লাব অ্যাটলেটিকো রিভার প্লেটে ঘুরতে গিয়ে জার্সি উপহার পেলেন এঞ্জো ফার্নান্দেজ।



অনুশীলনের ফাঁকে অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে খুনসুটিতে ব্যস্ত বিরাট কোহলি।



মাউন্ট মাউনগানুইয়ে ভারতীয় দলকে জানানো হল ‘বিশেষ হাকা অভ্যর্থনা’।



প্র্যাকটিসে মগ্ন রিয়াল মাদ্রিদের দুই গোলরক্ষক থিবো কোর্তুয়া এবং আন্দ্রিয় লুনিন।



বৃহস্পতিবার ২৮ বছরে পা দিলেন ফুটবলার জুলস কৌন্দে। ফ্রেঞ্চ মিডিওকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে তাঁর ক্লাব বার্সালোনা।



টিভি শো ‘ডে ওয়ানস’-এর কাজ শুরু করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

ডাকার ইউথ অলিম্পিক গেমসে বক্সিংয়ে সোনা জিতে ইতিহাস ভারতের লাইরেনলাকপাম আম্বেকারের



মনবীর, লিস্টনদের নিয়ে ছেলেখেলা কিউয়িদের

নিউজিল্যান্ড-৫ ভারত-০

অকল্যান্ড, ১২ নভেম্বর: ক্রিকেটে ভারতের কাছে ধরাশায়ী হলেও ফুটবলে সেটার বদলা তুলল নিউজিল্যান্ড। বৃহস্পতিবার অকল্যান্ডে ফিফার প্রীতি ম্যাচে রায়ান উইলিয়ামস, লিস্টন কোলাসো, বিশাল কাইথদের নিয়ে পুরোপুরি ছেলে খেলা করল কিউয়ি ফুটবল দল। খালিদ জামিলের দলকে ৫ গোল দিল তিনবার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ-করা এই দেশটি। ভারতকে কার্যত দাঁড়াতেই দিল না তারা। ম্যাচের শুরুতেই খেই হারিয়ে বসল ব্লু টাইগার্সরা। খেলার বয়স তখন মাত্র ৫ মিনিট বিজয়ের ভার্গিস আত্মঘাতী ভুলে কপাল পুড়ল। ভাগ্য সহায় না থাকায় বল নিজেদের জালেই জড়িয়ে দিলেন এই ডিফেন্ডার। এরপর জেসির র‍্যা ভালের পায়ের কাছে হার মানল ভারতীয় রক্ষণ। ম্যাচের ৩৪ এবং ৪৩ মিনিটে বল জড়াল ভারতের জালে। বিরতিতে যাওয়ার আগেই ৩-০ গোলে এগিয়ে গিয়ে ম্যাচ প্রায় পকেটে পুরেই ফেলেছিল কিউইরা।



মরিয়া চেষ্টা করেও গোলের মুখ খুলতে পারলেন না রায়ান।

দ্বিতীয়ার্ধের চিত্রটাও বদল হল না। ম্যাচের ৫৭ মিনিটে কিউইদের হয়ে গোল উৎসবে নাম লেখালেন অভিজ্ঞ ফুটবলার ক্রিস উড। এরপর ৭৪ মিনিটে ম্যাচে ভারতের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিলেন লাচলান বেকলিস। দুর্দান্ত এক ভলিতে দলের পঞ্চম গোলটি করলেন তিনি। তবে এদিন আরও বড় ব্যবধানে হারতে পারত ভারত। ম্যাচের শেষ দিকে জ্বলে ওঠেন গোলরক্ষক বিশাল কাইথ। খেলার ৭৮ মিনিটে নিউজিল্যান্ডের বিল টুয়িলোমার নেওয়া পেনাল্টি দারুণ দক্ষতায় রুখে দেন তিনি। সেইসঙ্গে ফিরতি শটও প্রতিহত করেন। এই ম্যাচে বেশ কয়েকজন তরুণ ভারতীয় খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক করলেও কেউই সেইভাবে দাগ কাটতে পারেননি। ফলে ঘুরে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয় ব্লু টাইগার্সরা। আগামী রবিবার ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় এবং শেষ প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে এই দুই দল। এবার দেখার বিষয় সেদিন ভারত ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিনা।

জিতেই শুরু করতে চায় ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নক-আউটের ছাড়পত্র পাওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার লক্ষ্য ঘরোয়া লিগে ফের একবার নিজেদের জাত চেনাতে প্রস্তুত ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল। আজ ঘরের মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ হল গোকুলাম কেরালা এফসি। প্রতিপক্ষ হিসেবে গোকুলাম শক্তিশালী হলেও জয় ছাড়া কিছুই ভাবছে না অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের দল। একের পর ম্যাচ জিতে ইন্ডিয়ান ওমেন লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক করাই লক্ষ্য তাঁর। লাল-হলুদের হেড স্যার বলেন, প্রত্যাশা পূরণ করাটা সবসময়ই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য দলের মূল ভিত্তি যে মানসিকতা, সেটা আমরা ভালোভাবেই তৈরি করতে পেরেছি। সেইসঙ্গে অ্যান্ড্রুজ আরও জানান যে, আমরা সবে এএফসির গ্রুপ পর্বের অভিযান শেষ করেছি। এই সময়টা ফুটবলারদের শারীরিকএবংমানসিক স্বাস্থের দিকে নজর দেওয়াটাও বেশ জরুরী। এএফসিতে আপাতত ম্যাচ নেই। তাই এখন শুধুমাত্র আইডাব্লিউএল নিয়েই ভাববো। তিন পয়েন্টের জন্যই মাঠে নামব।

পারথে আজ প্রথম একদিনের ম্যাচ

পারথ, ১২ নভেম্বর : টপ অর্ডারে খুব বেশি পরিবর্তনে সায় নেই মিচেল মার্শের। তিনি যা বলছেন তাতে ২০২৭ বিশ্বকাপে তাঁদের প্রথম ছয় ব্যাটসম্যান নাকি বাছা হয়েই আছে।

এই ছয় ব্যাটারের মধ্যে মার্শ নিজে যেমন আছেন, তেমনই আছেন ট্রাভিস হেড, কুপার কনোলি, ম্যাট রেনশ, জস ইনগ্লিশ ও ক্যামেরন গ্রিন। এদের নিয়েই শুক্রবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অপটাস স্টেডিয়ামে প্রথম একদিনের ম্যাচে নামতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক মার্শ বলেছেন, এই ব্যাটিং লাইন-আপকেই আমি বিশ্বকাপে দেখতে পাচ্ছি।



ট্রফি হাতে ফটোসেশনে ব্রুক ও মার্শ।

প্রথম একদিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জস হ্যাজলউডকে ছাড়াই খেলবে। সামনে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে টেস্ট সিরিজ রয়েছে বলে এখন তাঁদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। স্টিভ স্মিথ এখন আর একদিনের ক্রিকেট খেলেন না। মার্নাস লাবুশেন এই ফর্ম্যাটে গত জুলাই থেকেই নেই। ফলে মার্শ খুব একটা ভুল বলেননি। অস্ট্রেলিয়ার এই দলের বাইরে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য নাম নেই।

মার্শ জানিয়েছেন ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার প্লেয়ার মাহিল বেয়ার্ডম্যানের একদিনের ম্যাচে অভিষেক হচ্ছে শুক্রবার। তিনি বলেন, মাহিল দারুণ এক প্রতিভা। অল্প বয়স, কিন্তু খেলাটা খুব ভাল বোঝে। ও সবসময় জোরে বল করতে চায়। ওর সঙ্গে খেলতে গিয়ে দেখেছি সবসময় মুখে একটা হাসি লেগে থাকে। ওকে প্রথম ম্যাচে খেলতে দেখার জন্য আমি মুখিয়ে আছি।

এই সিরিজে তিনটি একদিনের ম্যাচ হবে। প্রথম ম্যাচ শুক্রবার পারথে। পরের দুটি ম্যাচ হবে অ্যাডিলেড ও ওভালে। তবে একদিনের এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়া তারকাদের অনেকেই বিশ্রামে রেখেছে।

আজ বাংলার সামনে কর্ণাটক

প্রতিবেদন : মুস্তাক আলি টি ২০ টুর্নামেন্টে শুক্রবার কর্ণাটক ম্যাচ দিয়ে যাত্রা শুরু করবে বাংলা। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিকেল সাড়ে চারটেয় এই ম্যাচ।

কলকাতায় সুর্যরা এদিনই যখন হায়দরাবাদের মুখোমুখি হবেন, তখন অভিমন্যু ইশ্বরণরা খেলবেন তাঁদের ঘরের মাঠে। এবারের সূচি এমন যে এলিটের এ গ্রুপে বাংলা পরপর ম্যাচ খেলবে। বৃহস্পতিবার প্রথম ম্যাচ খেলার পর ১৬, ১৮ ও ২০ নভেম্বর খেলবে চণ্ডীগড়, ঝাড়খণ্ড ও মিজোরামের সঙ্গে। এরপর তিনদিনের বিরতি নিয়ে ২৪ নভেম্বর অভিমন্যুরা খেলবেন উত্তর প্রদেশের সঙ্গে।

কর্ণাটক বেশ শক্তিশালী দল নিয়ে বাংলার বিরুদ্ধে নামছে। এবার তারা দলকে কিছুটা ঢেলে সাজিয়েছে। ভারতীয় দলে খেলা মণীশ পান্ডেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। অধিনায়ক আর স্মরণ। দলে আছেন বিজয় কুমার, গৌতমের মতো ক্রিকেটাররা। ওয়াংখেড়েতে বিকেলের ম্যাচে শিশির সমস্যা করতে পারে। ফলে টস খুব গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা নেবে। পরে বল করা দলের জন্য ভেজা বল মুশকিলের কারণ হবে।

বঙ্গ শিবিরের স্বস্তি বেড়েছে মুকেশ কুমার নিউজিল্যান্ড থেকে ফিরে এসেছেন বলে। তিনি এ দলের হয়ে ওখানে খেলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মুকেশ ফিরলেও আকাশ দীপের অভাব টের পাওয়া যাবে। আকাশ ওখানে টেস্ট দলের সঙ্গে



মুস্তাক আলি টি ২০ টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে নামার আগে বাংলার প্রস্তুতি। মুম্বইয়ে বৃহস্পতিবার। -সিএবি

বর্তমানে ওয়েলিংটনে রয়েছেন। মুস্তাকের গ্রুপ স্টেজের ম্যাচে আকাশের খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই।

মহম্মদ শামি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও সাদা বলের ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন বলেছেন। এই টুর্নামেন্টে যেমন আছেন, তেমনই এরপর বিজয় হাজারে ট্রফিতেও খেলবেন বলে সিএবি সূত্রের খবর। এটা লক্ষ্মীরতন শুক্লাদের জন্য স্বস্তির ব্যাপার। কিন্তু অলরাউন্ডার শাহবাজ আমেদকে যে পাওয়া যাচ্ছে না এটা অবশ্যই চাপের বিষয়। শাহবাজ ব্যাটে-বলে দলকে নির্ভরতা দেন। কিন্তু এখন ইমার্জিং এশিয়া কাপে ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়েছেন।

ব্যাটিংয়ে সিনিয়রদের সঙ্গে করণ লালের উপর অনেক আস্থা টিম ম্যানেজমেন্টের। একইভাবে সায়ন ঘোষ ও কণিষ্ক শেঠ বল হাতে কেমন করেন সেটাও দেখা হবে। উইকেটকিপার অভিষেক পোড়েল ব্যাট হাতে দারুণ ফর্মে রয়েছেন। তিনি মাঝখানে রান করে দিলে বাংলার স্কোর ভাল জায়গায় থাকবে।

পিছিয়ে গেল লোবাদের ম্যাচ

প্রতিবেদন : যুবভারতীতে কনসার্ট। তাই পিছিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলের আইএসএলের ম্যাচ। আগামী ১৯ ডিসেম্বর যুবভারতীতে হতে চলেছে দলজিত দোসাঞ্জের মেগা কনসার্ট। তাই ২১ ডিসেম্বরের ইস্টবেঙ্গল বনাম নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের ম্যাচ পিছিয়ে ১২ জানুয়ারি বিকেল ৫টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে। আইএসএলের পক্ষ থেকে চারটি ম্যাচের তারিখে অদল-বদল করার কথা জানানো হয়। যেখানে রয়েছে লাল-হলুদের এই ম্যাচ। বহুদিন পর যুবভারতীতে কোনও গানবাজনার অনুষ্ঠানের অনুমতি হল। কিন্তু এর ফলে যে মাঠের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে সেটা ভেবে দেখা হল না বললেই চলে। অন্যদিকে, আগামী ২০ নভেম্বর ঘরের মাঠে দিল্লি এসসি-র বিপক্ষে খেলবে হাবাসের দল। চেন্নাইয়ের কাছে লজ্জাজনক হারের পর সেদিন ঘুরে দাঁড়ানোই একমাত্র লক্ষ্য গতবারের আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের। তবে ডিফেন্সের অন্যতম অস্ত্র আনোয়ার আলির চোট বেশ চিন্তায় রেখেছে লাল-হলুদ টিম ম্যানেজমেন্টকে। তাঁরা চাইছে বিকল্প হিসেবে কাউকে তৈরি করতে। কিন্তু আনোয়ারের অভাব পুরো করার মতো কি আদৌ কেউ আছেন কিনা সেটাও বড় বিষয়। আর ২৯ নভেম্বর ডার্বির আগে ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে মানসিকভাবেও অনেকটাই পিছিয়ে পড়তে হবে এবারের ডুরান্ড জয়ীদের। তাই ছুটি কাটিয়ে দ্রুত দিল্লি বধের ছক তৈরি করাই লক্ষ্য হাবাস ব্রিগেডের। এই মুহূর্তে ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের ষষ্ঠস্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল।



জাগোবাংলা
সার্বজনীন মানুষের পক্ষে সংবাদ



মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে রোহিত ও সূর্যের থেকে বেশি টাকা পাচ্ছেন অর্শদীপ সিং। তিনি পাবেন ১৮ কোটি। পাঞ্জাবে হার্দিক পাবেন ১৮ কোটি

মাঠে ময়দানে

13 November, 2026 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৩ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

ফাইনালে ভারত, সামনে পাকিস্তান

আল আমেরাত, ১২ নভেম্বর : প্রত্যাশা মতোই অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে প্রবেশ করল ভারত। বৃহস্পতিবার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আফগানদের ৮ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট পাকা করে নিল দেশের তরুণ ক্রিকেটাররা। শনিবার ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ হল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। গ্রুপ পর্বের লড়াইয়ে যাদের কাছে হেরেছিল ভারত। ফলে আবারও একটা হাইভোল্টেজ ম্যাচের অপেক্ষায় ক্রিকেট প্রেমীরা।

এদিন ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় আফগানিস্তান। তবে ভারতীয় বোলারদের আঁটোসাঁটো বোলিংয়ের সামনে শুরু থেকেই নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকে আফগানরা। নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে ২২৭ রান তোলে তারা। নোমান সালারজাই এবং শাহ ফয়জল রহিমি (৫১) লড়াই করে অর্ধশতরান করেন। শেষদিকে অধিনায়ক সোহেল খানের অপরাজিত ৩৬ রানের ইনিংসে ভর করে ২০০ রানের গণ্ডি পার করে আফগানিস্তান। ভারতের হয়ে ইশান সুদ ৪৩ রান দিয়ে ৩টি উইকেট শিকার করেন।



আরও একটি উইকেট। উচ্ছ্বাস ভারতীয় দলের

জবাবে ২২৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই দুর্দান্ত ছন্দে ব্যাট করতে শুরু করেন ভারতের দুই ওপেনার অধিনায়ক লক্ষ্য রাজেশ রাইচন্দনি এবং বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীর শেহবাগ। তাঁদের সাবলীল ব্যাটিংয়ে ১১৭ রান তুলে নেয় টিম ইন্ডিয়া, যা ম্যাচের ভাগ্য একপ্রকার নির্ধারণ করে দেয়। ৫৭ বলে ৫১ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলে (৪টি চার ও ৪টি ছয়) আর্যবীর আউট হলেও খুব একটা সমস্যায় পড়তে হয়নি ভারতকে। মাত্র ৭ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া হলেও প্রতিপক্ষকে পুরোপুরি কোণঠাসা করে দেন অধিনায়ক লক্ষ্য। তিনি ৯০ বল খেলে ১৩টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ ৯৩ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। শেষদিকে ভি কে বিনীতের (৫৭) অপরাজিত অর্ধশতরানের সুবাদে ৭৯ বল বাকি থাকতেই জয় তুলে নেয় ভারত। যশবর্ধন চৌহানও (১৬) অপরাজিত থাকেন।

ইংল্যান্ড ম্যাচেই ফিরবেন ইয়ামাল

মাদ্রিদ, ১২ নভেম্বর : উয়েফা নেশনস লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নামার আগে স্বস্তি স্পেন শিবির। চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে পারেন তরুণ তারকা লামিনে ইয়ামাল। এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন দলের হেড কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ইয়ামাল ফিরবে বলেই আশাবাদী তিনি। ফুয়েন্তে জানান, লা লিগার শেষ ম্যাচে ও চোট পায় এবং ওর হাঁটুতে সামান্য সমস্যা ছিল। স্বাভাবিক নিয়মে স্ক্যান করানোর পর দেখা যায় যে ওর হাঁটুতে তরল জমেছে, তাই বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। জাতীয় দলের এবং ক্লাবের চিকিৎসকদের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ইয়ামালের সুস্থতার কথা মাথায় রেখেই সম্পূর্ণ বিশ্রামে পাঠানো হয়। আগামী রবিবার ইংল্যান্ড ম্যাচে খেলা নিয়ে স্প্যানিশ কোচ বলেন, আমি ইয়ামালের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছি। ও এখন অনেকটাই সুস্থ এবং ফিট। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানেই অনুশীলন করছে। আশা করছি শুক্রবারের মধ্যেই ও দলের সঙ্গে যোগ দেবে এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে। আর নিজের সেরাটাই দেবে।



লা লিগার ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ম্যাচে ডান হাঁটুতে সামান্য চোট পেয়েছিলেন ইয়ামাল। যার ফলে ঝুঁকি এড়াতে তাঁকে চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দল থেকে বাদ রাখা হয়। আর এই তরুণ প্রতিভাকে নিয়ে স্পেন এবং বার্সা কেউই কোনওরকম বাড়তি ঝুঁকি নিতে নারাজ।

ক্যারিক গেলেন, এবার পচেত্তিনো

লন্ডন, ১২ নভেম্বর : অবশেষে ঘটল সব জল্পনার অবসান। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচের পদ থেকে বরখাস্ত হলেন মাইকেল ক্যারিক। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে আসতে চলেছেন মৌরিসিও পচেত্তিনো। চূড়ান্ত খারাপ পারফরম্যান্স। সব মিলিয়ে শেষ ১১টি ম্যাচে মাত্র একটিতে জয়। যার জেরে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর ইপিএলে আবারও অবনমনের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যান ইউ। তাই এমন অবস্থায় ক্যারিকের ছাঁটাই হওয়াটা ছিল শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করল ম্যান ইউ। সেইসঙ্গে বাকি কোচিং স্টাফদেরও বিদায় জানিয়েছে তারা।



ম্যান ইউয়ে ছাঁটাই ক্যারিক।

ক্যারিকের পরিবর্ত হিসেবে আসতে চলেছেন মৌরিসিও পচেত্তিনো। তিনি নিজেও ম্যান ইউয়ের মতো বড় ক্লাবের দায়িত্ব নিতে ভীষণভাবে আগ্রহী। জানা গিয়েছে, ক্লাবের সঙ্গে পচেত্তিনোর কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত হয়েই গিয়েছে। এই মুহূর্তে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলের হেড কোচের পদে রয়েছেন। তবে তিন মাস আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি বাড়িয়েছেন পচেত্তিনো। তাই এই পরিস্থিতিতেতাঁকে কোচ করে আনতে গেলে বিরাট আর্থিক অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ম্যান ইউ কর্তৃপক্ষকে। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, ম্যান ইউ নাকি মোটা অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েই পচেত্তিনোকে কোচের চেয়ারে বসানোর জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

খোয়াজা-ইস্যুতে মিডিয়াকে ডাক, কামিন্স জড়ালেন বিতর্কেও

সিডনি, ১২ নভেম্বর: বল-বিকৃতি তথা স্যান্ডপেপারগেট বিতর্ক ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ২০১৮ সালের অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের সেই কালো অধ্যায়কে কেন্দ্র করে ফাটছে একের পর এক বোমা। তীব্র এই বিতর্কের মাঝেই এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার সাক্ষী থাকল সিডনির রাস্তা। অজিদের টেস্ট দলের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স এবং তাঁর স্ত্রী বেকি কামিন্সকে প্রকাশ্য রাস্তার মধ্যে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হতে দেখা গিয়েছে। আর ওই ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে এই তারকা-দম্পতিকে বেশ উত্তেজিতভাবেই কথা বলতে দেখা যায়। যদিও এই ব্যক্তিগত কলহের সঙ্গে বল-বিকৃতি তথা স্যান্ডপেপারগেটের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তা সঠিক জানা যায়নি। তবে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতির মাঝে কামিন্স-দম্পতির ঝগড়ার ঘটনা নতুন করে জল্পনা বাড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার কামিন্স নিজেই জানিয়েছেন, শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটমহলে এই সাংবাদিক বৈঠক ঘিরে ইতিমধ্যেই ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন খোয়াজার অভিযোগ সম্পর্কে নতুন কিছু জানাতে পারেন অজি অধিনায়ক।





স্ত্রী বেকির সঙ্গে রাস্তায় গন্ডগোলের এই ছবি প্রকাশ্যে।

প্রাক্তন অজি ওপেনার উসমান খোয়াজার আত্মজীবনী 'সবর' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ২০১৮ সালের কেপ টাউন টেস্টের সেই কুখ্যাত বল-বিকৃতি কেলেঙ্কারির ক্ষত নতুন করে জেগে উঠেছে। বইটিতে খোয়াজা বিস্ফোরক দাবি করে জানিয়েছেন, সেই সময় কেবল তিনজন খেলোয়াড়ই নন, বরং ড্রেসিংরুমের পুরো দল এবং বোলাররাও বল-বিকৃতির বিষয়টি পুরোপুরি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আর খোয়াজার এই দাবির পর থেকেই অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। তাই হয়তো পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে কামিন্সই সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। অন্যদিকে, স্যান্ডপেপার গেট বিতর্ক নিয়ে একটি ভিডিওতে প্রাক্তন অজি ওপেনার ম্যাথু হেডেন উসমান খোয়াজাকে কটাক্ষ করে বলেন, আপনারা যদি উসমানের ইনস্টাগ্রাম দেখেন, তবে দেখবেন সেখানে 'আমি', 'আমার' ভাবটাই বেশি। আমার মতে, উসমান খুব ভাল কোনও গল্প বলতে পারবে না।

৪৪ বছর বয়সেও কাউন্টি খেলছেন পেসার জেমস অ্যান্ডারসন



পাহাড়-আগ্নেয়গিরি ও সমুদ্রের মাঝে ক্রিকেট

তওরাঙ্গা, ১২ নভেম্বর : আগ্নেয়গিরি থেকে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। যেখানে সার্ফিং আর সানবাথ নিতে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন তওরাঙ্গায় আসেন। শান্ত সমুদ্রে প্যাডলবোটিং খুব চলে। লোকে এখানে পরিবার নিয়ে শান্তিতে ছুটি কাটাতে আসে।

এখন অবশ্য রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচাও হয়ে যেতে পারে। যারা এখানে প্রকৃতির সন্নিধ্যে কয়েকটা দিন কাটাতে আসবেন, তারা এই ফাঁকে ক্রিকেটও দেখে নিতে পারেন। ভারত একদিনের সিরিজের বাকি দুটি ম্যাচ খেলবে এখানকার বে ওভাল মাঠে। শুক্রবার চতুর্থ একদিনের ম্যাচ। রবিবার পঞ্চম ম্যাচ।

সিরিজের যা পরিস্থিতি তাতে ভারতের হারার সম্ভাবনা নেই। তিন ম্যাচের পর ফল ২-০ ভারতের দিকে। নিউজিল্যান্ড এখানে বাকি দুটি ম্যাচ জিতলে বড়জোর ২-২ হতে পারে। ভারত এই দুটি ম্যাচের একটিতে জিতলেই টি ২০ সিরিজের মতো একদিনের সিরিজ দখলে নিয়ে নেবে। শ্রেয়স আইয়ার আপাতত সেই লক্ষ্য নিয়েই শুক্রবার টস করতে নামবেন। শ্রেয়সই কারণ শুভমন গিল ওয়েলিংটনে।

হ্যামিল্টনে বৃষ্টিতে খেলা হয়নি। ফলে এখানকার দুটি ম্যাচের উপর সিরিজের ভাগ্য ঝুলে আছে। একটা ভাল খবর হল বে ওভালের দুটি ম্যাচে বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। চলতি সিরিজের তিন ম্যাচেই বৃষ্টি হয়েছে। এখানে পুরো খেলা হবে বলে হাওয়া অফিসের খবর। এখন প্রশ্ন হল ভারত কী দল নামাবে। অধিনায়ক শুভমন ক্যাপ্টেনস ব্যাজ শ্রেয়সের জন্য খুলে রেখেছেন। শ্রেয়স এখানে প্রথম ম্যাচেই সিরিজ ঘরে তুলে নিতে চাইবেন।

মাওয়াও পাহাড়ের পাশে এখানকার মাঠ। এটা এমন এক পাহাড় যেখানে জ্বলন্ত লাভা উদগিরণ হয়। খুব ছোট মাঠ এখানে। হাজার দশেক লোক ধরে। ২০০৫-এ এই মাঠ তৈরি হয়েছে। দু'বছর বাদে প্রথম খেলা হয়েছে। ২০১৯ সালে এখানে প্রথম টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। তবে এটা এখন নিউজিল্যান্ডের নিয়মিত ক্রিকেট ভেনু। এখানকার উইকেটে বোলারদের জন্য প্রাথমিক সুবিধা আছে। তবে এখানে ব্যাটাররাও খালি হাতে ফেরে না।

ভারতের জন্য একটু অসুবিধা এটাই যে শুভমন ও রাহুল ওয়েলিংটনে টেস্ট শিবিরে যোগ দিয়েছেন। দুজন কোচও সেখানে। ফলে একদিনের দলে এখন ভাঙা হাট। নিউজিল্যান্ড কিন্তু ধাপে ধাপে প্লেয়ার সরিয়েছে। তাদের জন্য এখন বেশ কঠিন পরিস্থিতি। ০-২ পিছিয়ে থাকা দলকে সমতা ফেরাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সামনে টেস্ট সিরিজ রয়েছে বলে সেরা দল নিয়ে মাঠে নামার উপায় নেই!

বিরাট কোহলি রানে আছেন। যেটা রোহিতকে নিয়ে বলা যাচ্ছে না। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং আপাতত একজনকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। তিনি হলেন গ্লেন ফিলিপস। তাঁকে তাড়াতাড়ি ফেরাতে হবে। ভারতের টপ অর্ডার প্রায়শই ব্যর্থ হচ্ছে। নিউজিল্যান্ড কিন্তু চাপ থাকলেও সামাল দিতে পারছে। তাদের আবার ফিল্ডিং খারাপ হচ্ছে। সবমিলিয়ে দুটো দলই প্রায় এক জায়গায়। শুধু সিরিজের স্কোর লাইন ছাড়া।





মাউন্ট মাউনগানুইয়ের বে ওভাল মাঠে রোহিত ও বিরাটের প্রস্তুতি। চতুর্থ একদিনের ম্যাচের আগের দিনের ছবি। ম্যাচ হবে শুক্রবার।

মিডল অর্ডারে ফিন, তাতেই খুশি সাইফার্ট

মাউন্ট মানুইগানুই, ১২ নভেম্বর : তাঁর টি ২০ ওপেনিং পার্টনার ফিন অ্যালেনকে একদিনের ম্যাচে মিডল অর্ডারে পেয়ে খুশি টিম সইফার্ট। এই দুজন মিলে গত টি ২০ বিশ্বকাপে ঝড় তুলে দিয়েছিলেন।

অ্যালেন টি ২০ ক্রিকেটে মহাতারকা। কিন্তু কিউই কোচ রব ওয়াল্টার জানিয়েছেন অ্যালেনকে এবার একদিনের দলে মিডল অর্ডারে ভাবা হতে পারে। যদিও তাঁর একদিনের রেকর্ড ভাল নয়। ২২ ম্যাচে ৫৮২ রান। গড় ২৭.৭১। শুক্রবার এখানে চতুর্থ একদিনের ম্যাচ। তাঁর আগে এদিন সাংবাদিকদের সাইফার্ট বলেন, ফিন অত্যন্ত প্রতিভাবান প্লেয়ার। নিউজিল্যান্ডের হয়ে অনেক কিছু করেছে। ও যে কোনও সেট আপে খেলতে পারে। আমি ফিনকে নতুন জায়গায় খেলতে দেখার অপেক্ষায় আছি।

সাইফার্ট নিজেও কিছুদিন মিডল অর্ডারে কাটিয়ে আবার ইনিংসের শুরুতে ফিরেছেন। তাঁর কথায়, আমি মাঝে এসে ব্যাট করা উপভোগ করেছি। যাই হোক, এখানে উইকেট খুব ভাল। টসে জিতলে ভাল রান হবে বলে মনে হচ্ছে। এই মাঠের বাউন্ডারির মাপ অন্য মাঠের মতোই অসমান। ফলে সাইফার্ট বলছেন উইকেটের মাঝে সিঙ্গলস গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বিরাট আর অন্য ভারতীয় ব্যাটারদের দেখুন। ওরা উইকেটের মাঝে খুব ভাল। পাওয়ার প্লে-তে এটা খুব গুরুত্বপুর্ন নয়। কিন্তু পরে যখন ফিল্ডিং ছড়িয়ে যায়, তখন সিঙ্গলস দরকার পরে। এখানে অনেকটা খোলা মাঠ। খুব হাওয়া। সুতরাং ব্যাটারদের সামনে চ্যালেঞ্জ হতে যাচ্ছে।



নেতৃত্বে রাজি নন অক্ষর

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : আসন্ন আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসকে নেতৃত্ব দিতে নারাজ অক্ষর প্যাটেল। গত দুই মরশুমে দল প্লে-অফে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ায়, অধিনায়কত্বের চাপ ছেড়ে কেবল একজন ক্রিকেটার হিসেবেই দলের হয়ে খেলতে চান এই বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার। ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে খবর, অক্ষরকেই অধিনায়ক করার চেষ্টা চালাচ্ছে দিল্লি টিম ম্যানেজমেন্ট। দলের এক কর্তা জানিয়েছেন, অক্ষর অধিনায়ক হিসেবে থাকতে একেবারেই নারাজ। তবে ম্যানেজমেন্ট তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। আর অক্ষর শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে, দিল্লির পরবর্তী অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে সবার আগে রয়েছেন ঋষভ পন্থ। সেইসঙ্গে উঠে আসছে লোকেশ রাহুলের। লখনউ সুপার জায়ান্টস ছেড়ে সম্প্রতি পুরনো দল দিল্লিতে ফিরেছেন পন্থ। অন্যদিকে, রাহুলও নেতৃত্বের অন্যতম বড় দাবিদার। তাই অধিনায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা দোটানায় পড়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

সাদা বলের ডাকে অবাক হন নবি



মাউন্ট মাউনগানুই, ১২ নভেম্বর : রঞ্জি ট্রফিতে দুই মরশুম মিলিয়ে শতাধিক উইকেট নেওয়ার পর তিনি ভেবেছিলেন টেস্ট দলে ডাক পাবেন। কিন্তু আকিব নবি জানাচ্ছেন একদিনের দলে ডাক পাওয়াটা তাঁর কাছে ছিল অবাক করা ঘটনা। ভাবেননি একদিনের দলে এখনই ডাক আসবে।

বৃহস্পতিবার বে ওভালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের তরুণ পেসার বলেছেন, নিউজিল্যান্ডে এই যে তিনি সাদা বলের ক্রিকেটে খেলার সুযোগ পেয়েছেন, এটা তাঁকে ভবিষ্যতে লাল বলের ক্রিকেটেও সাহায্য করবে। এতে তিনি আরও প্রস্তুত হয়ে লাল বলের ক্রিকেটে খেলবেন।

নবি আরও বলেন, সিনিয়ররা আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। ওরা বলেছেন নিউজিল্যান্ডে শুধু সুইংয়ের উপর নির্ভর না করে সিমেরও সাহায্য নিতে হবে। বল কাট করাতে হবে দু'দিকে। নবি সিনিয়রদের মধ্যে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, শুভমন গিলের নাম করেছেন।

নিউজিল্যান্ডের কন্ডিশন নবির কাছে নতুন। এখানে তিনি খুব জোরে বল না করে গতি ১৩০-এর কাছাকাছি রাখছেন। তিনি বলেন, বাড়তি গতি হল বোনাস। তিনি সিনিয়রদের পরামর্শ অনুযায়ী বলের মুভমেন্টের দিকে নজর দিয়েছেন। চেষ্টা করছেন লেংথ-লাইন ঠিক রাখতে । যা তাঁকে ঘরোয়া ক্রিকেটে অনেক সাফল্য দিয়েছে।

গুয়াহাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে খেলে নবি ৮.৫ ওভারে ৮৪ রান দিয়েছিলেন। ফলে শুরুটা ভাল হয়নি। কিন্তু নিউজিল্যান্ডে তাঁকে ছন্দে বল করতে দেখা গিয়েছে। নবি বলেছেন, লোকে দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখে। এটা আমার জন্য বিরাট সম্মান। আমার মনে হয়েছে সুবিধা কম থাক বা বেশি, খাটনি করলে তার ফল মিলবেই। আমার সেটাই মনে হয়।